নরসুন্দর মানুষ নির্মিত

হাদীসের প্রথম পাঠ

নরসুন্দর মানুষ

হাদীসের প্রথম পাঠ

(মুহাম্মদ-চরিত্রের রূপরেখা)

নরসুন্দর মানুষ

একটি ইস্টিশন ইবুক

www.istishon.com

হাদীসের প্রথম পাঠ

মুহাম্মদ-চরিত্রের রূপরেখা

নরসুন্দর মানুষ

প্রথম সংস্করণ: আগষ্ট, ২০১৭

ইস্টিশন ইবুক

প্রকাশক

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ: নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Haadiser Prothom Paath, by NoroSundor Manush

First Edition: August, 2017

Istishon eBook

Created by: NoroSundor Manush

উ ৎ স র্গ

দু'জনকেই;

যে না বুঝে ভক্তি করে,

যে না বুঝে সমালোচনা করে।

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}

ভূমিকা

ইসলামী সমাজে কোরআন থেকেও যার অবদান সবচেয়ে বেশি, তা হচ্ছে **হাদীস**! হাদীসকে এক কথায় **মুহাম্মদের জীবন যাপনের তথ্য সংকলন** বলা যেতে পারে। কোরআন আপাত দৃষ্টিতে একটি অবোধ্য মুহাম্মদীয়-বার্তা সংকলন, যা ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মুমিনদের তেমন কোনো কাজে আসে না! সত্যি বলতে, ইসলামের মিথ টিকে আছে এর মূলপ্রাণ হাদীসের ওপর! আর হাদীস থেকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় মুহাম্মদ-চরিত্রের আসল রূপরেখা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে মুহাম্মদের নামে প্রচলিত প্রায় ৪১ হাজার অ-মৌলিক হাদীস মন্থন করে সত্য বের করে আনা, নদী সেচে হারানো আংটি ফিরে পাবার মত জটিল বিষয়!

২০০১ সালের প্রথম দিকে একটি আইডিয়া আসে মাথায়, যার মাধ্যমে ৪১ হাজার হাদিসকে মাত্র ৫০০/৬০০ পৃষ্ঠায় গল্পাকারে সময়ক্রমিক সহজপাঠ্য করে সাজানো সম্ভব, ইতিমধ্যে ১৮ হাজার হাদীসকে আমি এই ধারায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি, বাকিটুকু শেষ করতে দৈনিক ১২ ঘন্টা কাজের অনুপাতে আরও প্রায় ২ বছর সময় লাগবে; নিজেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময় বরাদ্দ দিয়েছি, বেঁচে থাকলে তা শেষ হবে অবশ্যই!

তবে তা আপনাদের হাতে পৌছানোর আগে হাদীসের ৩/৪টি পাঠক্রম (প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক) ইবুক করার ইচ্ছাই এই সিরিজটি দাঁড় করানোর কারণ। এটি হাদীস সংক্ষেপ করার প্রকল্প থেকে ভিন্ন চরিত্রের ইবুক; এর মূল উদ্দেশ্য

পাঠককে হাদীস পাঠে ধারাবাহিকভাবে আগ্রহী করে তোলা এবং হাদীসে মুহাম্মদ-চরিত্রের একটি সঠিক রূপরেখার সন্ধান দেওয়া।

হাদীসের প্রথম পাঠ, এই সিরিজের প্রথম খণ্ড, এতে মুহাম্মদ জীবনের সাধারণ বিষয়গুলোকে একত্রিত করা হয়েছে, যা তাকে একজন মধ্যম মানের ভালো-মন্দ মেশানো মানুষ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট; তবে পরের খণ্ডে এই ধারাবাহিকতা কোন পথে এগুবে, তা সময়ই বলে দেবে!

এই খণ্ডের প্রায় সকল হাদীস **সহিহ্ বুখারী** থেকে নেওয়া হয়েছে, সামান্য কিছু হাদীস নেওয়া হয়েছে **সহিহ্ মুসলিম** থেকে। ইসলামী সমাজে এই দুই সংকলন অন্য সকল হাদীস গ্রন্থ থেকে বেশি গ্রহনযোগ্যতা দাবি করে এবং এই দু'টি হাদীস সংকলন তার নামের সাথেই সহিহ্ (শুদ্ধ) শব্দ ধারণ করে, যা অন্য কোনো সংকলনের বেলায় নেই; তাই এই সিরিজের প্রথম খণ্ড শুরু করছি শুদ্ধ হাদীসের বাতাবরণের মধ্যে থেকেই!

আপনাদের আগ্রহ পরের খণ্ডের দ্রুত প্রকাশ নিয়ে আসবে, তবে তার আগে **মেঘ না চাইতে বৃষ্টির** মত নতুন একটি চমক আপনাদের হাতে আসবে আগামী কয়েক মাসের ভেতরেই; তার আভাস এই সিরিজের শেষদিকে দিয়ে রাখবো।

আমি-আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি মানুষের মানবিক মুক্তির; আপনি কেবল এটুকু করুন: মানবিকতার পক্ষে থাকুন, মুক্তচিন্তার পক্ষে থাকুন, **ইস্টিশন**-এর সাথে থাকুন।

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ,

নরসুন্দর মানুষ

আগষ্ট, ২০১৭

হাদিস জটলার কারণ

সহিহ্ মুসলিম এবং **মুসনাদে আহমেদ**-গ্রন্থের হাদীস অনুসারে মুহাম্মদ কোরআন ছাড়া অন্য কোনোকিছু লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন, হয়ত এই কারণে মুহাম্মদের নবী হিসাবে প্রচার শুরুর সময় থেকে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের খেলাফত লাভের সময় (৯৯ হিজরী বা ১১০ বছর) পর্যন্ত হাদীসের তেমন কোনো লিখিত রূপ ছিলো না। শুধুমাত্র মৌখিকভাবেই মুহাম্মদের জীবন চরিত (হাদীস) ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে। বিখ্যাত-কুখ্যাত মানুষের নামে মিথ তৈরি হতে সময় লাগে না, মুহাম্মদের নামে একই সূত্রানুসারে মুসলিম সমাজে শত-শত মিথ্যা হাদীস বর্ণনা হতে থাকে। মোটামুটিভাবে লিখিত আকারে বর্তমানে উপলব্ধ হাদীসের প্রথম সংকলন আমরা পাই ১৪৫ হিজরী সালের দিকে, মানে মুহাম্মদের মৃত্যু-পরবর্তী ১৩৫ বছর পর।

একটা মজার গল্প বলি হাদীসের ফুলে-ফেঁপে ওঠা নিয়ে:

৮৩৩ ইংরেজী সাল, মুহাম্মদের মৃত্যুর ২০০ বছর পরের ঘটনা; আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের শাসনকাল। কবি আল-আত্তাবি বাগদাদের রাস্তায় হেঁটে-হেঁটে মুড়ি খেতে-খেতে প্রধান বাজার এলাকায় পৌছালেন। এ সময়কালে খেতে-খেতে হাঁটাচলাকে খারাপ চোখে দেখা হত এবং এতে মানীদের সম্মান চলে যেত।

এক বন্ধু তার এই খেতে খেতে বাজারে আসা দেখে বললেন: তোমার কেমন আক্কেল? তুমি খাচ্ছ আর লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। এটা কি ভাল হলো? কবি আল-আত্তাবি তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিলেন: এরা আবার লোকজন হলো কবে? এরা তো গরু! বন্ধু তার এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করলে কবি বললেন: দাঁড়াও! তোমাকে এক্ষুনি প্রমাণ করে দেখাচ্ছি, এরা মানুষ নাকি গরু?

কবি বাজারের মাঝে উচু এক জায়গায় উঠে চেঁচাতে লাগলেন: এই সকলে এদিকে আসেন, আজ আমি আপনাদের আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সম্পর্কে কিছু বলব। এ কথা শুনে বাজারের লোকজন দৌড়ে এসে তাঁর চারপাশে ভিড় জমালো। তিনি বলতে লাগলেন, আমি এক লোককে জানি, যে তার বাপের কাছ থেকে শুনেছে, তার বাপ শুনেছে দাদার মামাত ভাইয়ের কাছে, দাদার মামাত ভাই শুনেছে এক হুজুরের কাছে, হুজুর আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছে নবীর এই হাদীসটি। এই ভাবে তিনি একের পর এক আবু হুরায়রা, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, আল খুদরি বর্ণীত হাদীস ইসনাদ (ধারাবাহিক যোগসূত্র) সহকারে বলতে থাকলেন। উপস্থিত জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনতে লাগল। তিনি এমন মোহ বিস্তার করলেন যে, ডান হাত উঁচু করলে উপস্থিত সকলের মাথা ডান দিকে আর বাম হাত উচু করলে বাম দিকে ঘুরে যায়। এ সময়ে তিনি অনেকের কাছ থেকে শোনা একটি মুতাওয়াতির (বহুজনের মতামতে নিশ্চিত সঠিক) হাদীস ইসনাদ সহকারে বর্ণনা করলেন - **নবী বলেছেন:** যে ব্যক্তি তার জিহ্বার ডগা দিয়ে নিজের নাক চাটতে পারবে, সে নিশ্চিত বেহেস্তে যাবে। একথা শোনার সাথে সাথে সকলে জিহ্বা দিয়ে যার যার নাক চাটার চেষ্টা করতে লাগল। তখন তিনি পাশে দাড়ানো বন্ধুকে ফিসফিস করে বললেন: আমি তোমাকে বলেছিলাম, এরা গরু! গরু যেমন জিহ্বা দিয়ে নিজের নাক চাটে, উপস্থিত এই জনতাকে কি ঠিক তেমনই গরুর মতো দেখাচ্ছে না?

এই গল্পটি বলে দেয়, হাদীসে ইসনাদ, রাবী, ধারাবাহিকতা ঠিক থাকলেই তা সত্য হবার সম্ভবনা সবসময় থাকে না, মুহাম্মদের নামে বর্ণনা হওয়া সকল অলৌকিক ঘটনার হাদীস এই দোষে দুষ্ট! এক সময় হাদীস বর্ণনা করাটাই লাভজনক পেশায় পরিনত হয় মুমিন ঈমামদের; আর এই পেশার পসারই হাদীস সংকলন তৈরি হবার প্রধান কারণ! **শীয়া ৪টি সংকলনের** হিসাব আলাদা রেখে আমি **১৬ জন হাদীস সংকলকের** হাদীসকে কাজের আওতায় নিয়েছি, তাদের হিজরী মৃত্যুসন থেকে মুহাম্মদের মৃত্যুর সময় (হিজরী ১০ সাল পর্যন্ত মুহাম্মদ জীবিত ছিলেন) এবং

সংকলকের মৃত্যুর সময় থেকে ১০ বছর (ধরে নেই মৃত্যুর ১০ বছর আগে তারা সংকলনের কাজ শেষ করেছেন), মোট ২০ বছর বাদ দিলেই হাদীস সংগ্রহের সময়কাল নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে, সে হিসেবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ বুখারী এবং মুসলিমের সংগ্রহ ক্রম আসে **৬নং এবং ৭নং** এ। বোঝা যায়, এ দুটো গ্রন্থ মৌলিক কাজ নয়! বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বলবো দ্বিতীয় সিরিজের দ্বিতীয় ইবুকে।

আগ্রহী পাঠকদের জন্য ১৬ জন হাদীস সংকলকের ধারাবাহিক সিরিয়াল, নাম এবং মৃত্যুসন (হিজরী) দিয়ে দিলাম, বাদবাকী ২০ বছরের বিয়োগ দিয়ে নিজেই বুঝে নিতে পারবেন, **কত গমে কত আটা**।

০১. ঈমাম বাগাবী **মৃত্যু: ১৫৬ হিজরী**
০২. ঈমাম মালেক **মৃত্যু: ১৭৯ হিজরী**
০৩. ঈমাম শাফেয়ী **মৃত্যু: ২০৪ হিজরী**
০৪. ঈমাম আহমেদ **মৃত্যু: ২৪১ হিজরী**
০৫. ঈমাম দারেমী **মৃত্যু: ২৫৫ হিজরী**
০৬. ঈমাম বুখারী **মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী**
০৭. ঈমাম মুসলিম **মৃত্যু: ২৬১ হিজরী**
০৮. ঈমাম আবু দাউদ **মৃত্যু: ২৬১ হিজরী**
০৯. ঈমাম ইবনে মাজাহ **মৃত্যু: ২৭৩ হিজরী**
১০. ঈমাম তিরমিযী **মৃত্যু: ২৭৯ হিজরী**
১১. ঈমাম নাসায়ী **মৃত্যু: ৩৪৩ হিজরী**
১২. ঈমাম দারা কুতনী **মৃত্যু: ৩৮৫ হিজরী**
১৩. ঈমাম বায়হাকী **মৃত্যু: ৪৫৮ হিজরী**
১৪. ঈমাম রাযীন **মৃত্যু: ৫২৫ হিজরী**
১৫. ঈমাম ইবনে জাওযী **মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরী**
১৬. ঈমাম নববী **মৃত্যু: ৬৭৬ হিজরী**

ভেবে দেখুন, ইসলাম টিকে আছে মুহাম্মদের মৃত্যুর ১৩০ বছর পর থেকে ৬৫০ বছর পরের সংকলিত হাদীসের ওপর, যেখানে এই আধুনিক যুগেও মাত্র ২৫ বছরে রাজাকার-খুনী-ধর্ষকও সাধু হয়ে যায় (উদাহরণ: দেলওয়ার হোসেন সাঈদী), সেখানে ১৩০ বছর তো অনেক লম্বা সময়! মজার বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে প্রাপ্ত ১ নং ক্রমে থাকা **ইমাম বাগাবীর হাদীস সংকলনের ৪৪৩৪ টি হাদিসের মধ্যে প্রায় ১২০০ টি জাল এবং দুর্বল হাদীস!** মুহাম্মদের মৃত্যুর সবচেয়ে কাছাকাছি সময়েও তিনি জাল হাদিস চিহ্নিত করতে সক্ষম ছিলেন না, পরের সংকলনগুলোর কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

এবার শুরু করা যাক হাদীসের নম্বর বা সিরিয়াল নিয়ে আলোচনা।

হাদীস ক্রমানুসারে তিনভাবে সন্নিবেশিত করা হয়-
নিচের হাদীসটি যেমন:

{এক ইহুদী উমর-কে বলল: হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের উপর যদি এই আয়াত: ***"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম" (৫:৩)*** অবতীর্ণ হত, তাহলে সে দিনটিকে আমরা ঈদ (উৎসবের) দিন হিসাবে গণ্য করতাম। উমর বললেন: আমি অবশ্যই জানি, এ আয়াতটি কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিল। আরাফার দিন জুমুআ দিবসে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল।}

এই হাদীসটিকে সংক্ষেপে পরিচয় দেবার জন্য নিচের যে কোনো একটি বা তিনটিকেই সূত্র বা সিরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যে ক্রমানুসারেই খুঁজুন, ওপরের হাদীসটি আপনি ঠিকই পেয়ে যাবেন।

1. Arabic reference serial: **Sahih al-Bukhari 7268**
2. In-book reference: **Book 96, Hadith 1**

3. USC-MSA web (English) reference: **Vol. 9, Book 92, Hadith 373**

কিন্তু.....! হাদীস সিরিয়াল করার আরও একটি পদ্ধতি আছে, যাকে বলা যেতে পারে:

4. Bangladeshi (হযবরল) Style: ইচ্ছামত হাদীস বাদ রাখা হয় বাংলা অনুবাদে, তাই এই হাদীসটি বিভিন্ন প্রকাশনীতে বিভিন্ন সিরিয়ালে রাখা আছে! অতএব এই হাদীসের বাংলাদেশী বাংলা নাটকের সিরিয়াল চাহিয়া লজ্জা দিবেন না! তিনটি আর্ন্তজাতিক সিরিয়াল অনুসারে বুখারীতে সর্বমোট হাদিসের সংখ্যা **৭৫৬৩টি**, বাংলাদেশে বুখারীর প্রায় ২০টি প্রকাশনীর সংকলন আছে; আসুন, আমার কাছে থাকা তিনটি বাংলাদেশী প্রকাশনীর বুখারী সংকলনে হাদিসের সংখ্যা দেখি:

বুখারী শরীফ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ISBN: 984-06-0951-7) হাদীস **৭০৫৩টি**

সহীহ বোখারী শরীফ: মীনা বুক হাউস (ISBN: 984-836-039-5) হাদীস **৭০৫১টি**

সহীহ আল বুখারী: আধুনিক প্রকাশনী (৬খণ্ড- জুন, ২০০১) হাদীস **৭০৪২টি**

আশা করছি, আপনার কাছে হাদীসের জটলার কারণ পরিষ্কার হচ্ছে। এছাড়াও জটলার আরও একটি বড় কারণ - একই হাদীস একাধিক বার বিভিন্ন পরিচয়ে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বয়ানে বর্ণনা করা! ৪১ হাজার হাদীসকে যদি পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে সংকলন করা হয়, তবে তার সংখ্যা দাঁড়াবে বড়জোড় ৪ হাজারে!

এই ইবুকের সকল হাদীসের সিরিয়াল/ক্রম ইন্টারন্যাশনাল ফরম্যাটে **(USC-MSA web (English) reference)** রেখেছি, আপনার সংগ্রহে থাকা বাংলাদেশী সংকলনে-এ সিরিয়াল না মিললে আমার করার কিছু থাকছে না তাই! তবে এটা ইন্টারনেটের যুগ, গুগল করে মিলিয়ে নিতে পারেন, অথবা দেখতে পারেন www.quranx.com অথবা www.sunna.com ।

অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হলো, চলেন বিরক্তি কাটাই, প্রথম অধ্যায়ে মুহাম্মদের চরিত্র ও হাদীসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়ে **হাদীসের প্রথম পাঠ** শুরু করি।

মানুষ মুহাম্মদ-নবী মুহাম্মদ

আবু কাশেম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! ৬১০ সালের শুরুতে মক্কায় এ নামেই পরিচিত ছিলেন **মুহাম্মদ**, এখন যাকে আমরা **'নবী মুহাম্মদ'** নামে চিনি। ৬১০ সালের আগষ্ট মাস থেকে এই আজকের দিন পর্যন্ত **'মানুষ মুহাম্মদ'**-এর ওপর নবুয়্যতের যে-পোশাক চাপানো হয়েছে, তারই ফলশ্রুতিতে পৃথিবী আজ দুটি ভাগে বিভক্ত; একদলে আছে মুহাম্মদের অনুসারী **মুসলিম**, বাকি সমগ্র পৃথিবীর মানুষের পরিচয় **অবিশ্বাসী-কাফের** নামে!

যেহেতু এই সিরিজটিতে আমরা **মানুষ মুহাম্মদ ও নবী মুহাম্মদের** ভালো-মন্দের একটি রূপরেখা তুলে ধরবো, তাই প্রথম অধ্যায়ে সব বিষয়ের ছোট-খাট আভাস দেবো। চলুন, প্রথমেই জেনে নিই কেমন ছিলেন এই মানুষটি, চেহারা থেকে শুরু করে মন-মননে, চাল-চলনে।

বুখারী-৭-৭২-৭৯১: মুহাম্মদ-এর চুল মধ্যম ধরণের ছিলো, না একেবারে সোজা লম্বা, না অতি কোঁকড়ানো; আর তা ছিলো দু'কান ও দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত।
বুখারী-৭-৭২-৭৯৩: মুহাম্মদ-এর মাথা ও দু'পা ছিলো মাংসবহুল। তাঁর আগে ও তাঁর পরে আমি তাঁর মত অপর কাউকে দেখিনি; তাঁর হাতের তালু ছিলো চওড়া।
বুখারী-৪-৫৬-৭৫১: মুহাম্মদ মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিলো। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে আমি কখনো দেখিনি।

মুহাম্মদ ছিলেন উজ্জ্বল সাদা (ফর্সা) রংয়ের মানুষ, এতটাই সাদা যে, শরীরের রংয়ের জন্য আলাদা করে চেনা যেতো তাকে!

বুখারী-৪-৫৬-৭৬৫: মুহাম্মদ যখন সিজদা করতেন, তখন উভয় বাহুকে শরীর থেকে এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, আমরা তার বগল দেখতে পেতাম। অন্য রেওয়াতে (বর্ণনায়) আছে, বগলের সাদা শুভ্রতা দেখতে পেতাম।

বুখারী-৯-৯০-৩৪২: খন্দকের যুদ্ধে রাসুলূল্লাহ আমাদের সাথে মাটি উঠাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম, তাঁর পেট মুবারকের সাদা শুভ্রতাকে মাটি আচ্ছাদিত করে ফেলেছে।

বুখারী-১-৩-৬০: একবার আমরা রাসুলুল্লাহ্-এর সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকলো। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে বেঁধে রাখলো। এরপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললো: তোমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ্ কে? রাসুলুল্লাহ্ তখন তার সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা বললাম: এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিই হলেন তিনি।

সাধারণ স্বাভবিক মানুষের মতই মুহাম্মদ কথা না শুনলে রেগে যেতেন, স্বাভাবিকভাবেই নিজের রাগ-ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না; একজন নেতা হিসেবে অনুসারীদের প্রতি মায়া-অনুশাসন ছিলো প্রাকৃতিকভাবেই।

বুখারী-১-২-১৯: মুহাম্মদ সাহাবীদের যখন কোনো আমলের নির্দেশ দিতেন তখন তাঁরা যতটুকু সমর্থ্য রাখতেন ততটুকুই নির্দেশ দিতেন। একবার তাঁরা বললেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ্-তাআলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। একথা শুনে তিনি রাগ করলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিলো। এরপর তিনি বললেন: তোমাদের চাইতে আল্লাহকে আমিই বেশী ভয় করি ও বেশী জানি।

বুখারী-১-৩-৮৭: একবার এক ব্যক্তি বললো: 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আমি সালাতে (জামাতে) শামিল হতে পারি না; কারণ অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব লম্বা করে সালাত আদায় করেন। (আবু মাসউদ বলেন) আমি রাসুলুল্লাহ্-কে কোনো ওয়াজের মজলিসে সেদিনের তুলনায় বেশি রাগান্বিত হতে দেখিনি। (রাগত স্বরে) তিনি বললেন: হে লোক সকল! তোমরা মানুষের মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি করো। অতএব: যে লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে; কারণ তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে।

আয়েশা মুহাম্মদের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রীদের একজন ছিলেন; ৫১ বছর বয়সে ৬ বছর বয়সী আয়েশাকে বিয়ে করেন মুহাম্মদ। এই আয়েশা পর্যন্ত ফেরেশতা জিব্রাইলকে দেখার সুযোগ পাননি; অন্যদের তো প্রশ্নই ওঠে না। তার কথা তিনি নিজেই বলেছেন, এসব হাদীস থেকে আমরা মুহাম্মদের যৌনরুচি আর শিশুকাম-প্রীতির আভাস পেতেই পারি।

মুসলিম-৩১-৫৯৯৭: আয়েশা থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ বলছেন: হে আয়েশা! এই যে জিব্রাঈল তোমাকে সালাম বলছেন। আয়েশা বললেন: ওয়া আলাইহিল সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ- তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত। এরপর আয়েশা বললেন, তিনি (মুহাম্মদ) তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না!

মুসলিম-৩১-৫৯৭৭: আয়েশা থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ বলেছেন: স্বপ্নযোগে তিনদিন আমাকে তোমায় দেখানো হয়েছে, একজন ফিরিশতা তোমাকে একটি রেশমখণ্ডে আবৃত করে নিয়ে এসে বললো, এটা আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি সেটি তুমিই। আমি বললাম, যদি এ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়, তবে তাই বাস্তবায়িত হবে।

মুসলিম-০৮-৩৩০৯: আয়েশা থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ আমাকে বিয়ে করেছেন, আমার বয়স তখন ছয় বছর। তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘরে যান, তখন আমার

বয়স নয় বছর। আয়েশা বলেন, আমরা রাত করে মদীনায় পৌছার পর আমি একমাস যাবৎ জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম এবং আমার মাথার চুল পড়ে গিয়ে কানের কাছে (কিছু) থাকে। (আমার মা) উম্মে রুমান আমার নিকট এলেন, আমি তখন একটি দোলনার উপরে ছিলাম এবং আমার কাছে আমার খেলার সাথীরাও ছিল। তিনি আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন, আমি তার নিকট গেলাম। আমি বুঝতে পারিনি যে, তিনি আমাকে নিয়ে কী করবেন। তিনি আমার হাত ধরে দরজায় নিয়ে আমাকে দাঁড় করালেন। আমি তখন বলছিলাম, আহ!, আহ! অবশেষে আমার উদ্বেগ সত্যি হলো। আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারা সকলে আমার কল্যাণ ও রহমতের জন্য দোয়া করলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন। তিনি (মা) আমাকে তাঁদের নিকট সোপর্দ করলেন। তাঁরা আমার মাথা ধুয়ে দিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করলেন; আমি কোনো কিছুতে ভীত শংকিত হইনি। সকালের সময় রাসুলুল্লাহ এলেন এবং তারা আমাকে তাঁর নিকট সোপর্দ করলেন।

মুসলিম-৩১-৫৯৮১: আয়েশা থেকে বর্ণিত: তিনি রাসুলুল্লাহ-এর কাছে পুতুল নিয়ে খেলতেন। আয়েশা বলেন: আমার কাছে আমার বান্ধবীরা আসতো। তারা রাসুলুল্লাহ-কে দেখে সরে পড়তো। রাসুলুল্লাহ তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

মুহাম্মদকে যদি যৌনকাতর মানুষ বলে সজ্ঞায়িত করা হয়, তবে তার জন্য কিছুটা তথ্য নিচের হাদীসে অনায়াসে পেয়ে যেতে পারেন পাঠক।

বুখারী-১-৫-২৪৯: মায়মুনা থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সালাতের ওজুর ন্যায় ওজু করলেন, অবশ্য পা দুটো ছাড়া এবং তাঁর লজ্জাস্থান ও যে যে স্থানে নাপাক লেগেছে তা ধুয়ে নিলেন; তারপর নিজের উপর পানি ঢেলে দেন। তারপর সেখান থেকে সরে গিয়ে পা দুটো ধুয়ে নেন। এই ছিল তাঁর জানাবাতের (সহবাসের পর) গোসল।

বুখারী-৭-৭১-৬৬০: রাসুলুল্লাহ-এর উপর একবার যাদু করা হয়। এমন অবস্থা হয় যে তাঁর মনে হতো তিনি বিবিগণের কাছে (সহবাসে) এসেছেন, অথচ তিনি আদৌ তাঁদের কাছে আসেন নি। সুফিয়ান বলেন: এ অবস্থা যাদুর চরম প্রতিক্রিয়া। বর্ণনাকারী বলেন: একদিন রাসুলুল্লাহ ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং বলেন: হে আয়েশা! তুমি অবগত হও যে, আমি আল্লাহর কাছে যে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে তা বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দুজন লোক এলেন। তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অপর জন আমার পায়ের নিকট বসলেন। আমার কাছের লোকটি অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন: এ লোকটির কি অবস্থা? দ্বিতীয় লোকটি বললেন: একে যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বললেন: কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বললেন: লাবীদ ইবনে আসাম। ঈহুদীদের মিত্র সুরায়ক গোত্রের একজন, সে ছিল মুনাফিক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: কিসের মধ্যে যাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন: চিরুণী ও চিরুণী করার সময় উঠে যাওয়া চুলের মধ্যে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: সেগুলো কোথায়? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন: পুং খেজুর গাছের জুবের মধ্যে রেখে 'যারওয়ান' নামক কুপের ভিতর পাথরের নিচে রাখা আছে। রাসুলুল্লাহ উক্ত কুপের নিকট এসে সেগুলো বের করেন এবং বলেন: এটিই সে কুপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পানি মেহেদী মিশ্রত পানির তলানীর ন্যায়, আর এ কুপের (পার্শ্ববর্তী) খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত দেখতে। বর্ণনাকারী বলেন: সেগুলো তিনি সেখান থেকে বের করেন। আয়েশা বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি এ কথা প্রচার করে দিবেন না? তিনি বললেন: আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেছেন; আর আমি মানুষকে এমন ব্যাপারে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে।

বুখারী-১-৬-২৯৮: আয়িশা থেকে বর্ণিত: আমি ও রাসুলুল্লাহ্ জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি ইযার পরে নিতাম, আর আমার হায়য (মাসিক রক্তস্রাব) অবস্থায় তিনি আমার সাথে মিশামিশি **(পাঠক মিশামিশি কি?!)** করে শুইতেন। তাছাড়া তিনি

ইতিকাফ অবস্থায় মাথা বের করে দিতেন, আর আমি হায়য অবস্থায় মাথা ধুয়ে দিতাম।

মুহাম্মদকে ম্যানিয়া বা শুচিবাইগ্রস্থ বললে কতটা ভুল হবে, সে প্রশ্নের উত্তরও আমরা খুঁজে নিতে পারি খুব সহজে।

বুখারী-১-৪-১৬৯: মুহাম্মদ জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন।

বুখারী-৭-৬৫-২৯২: মুহাম্মদ পবিত্রতা অর্জনে, জুতা পরিধানে এবং চুল আঁচড়ানো যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করতেন।

মুসলিম-২৩-৫০১৮: মুহাম্মদ কোনো কিছু দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন: আমরা বললাম, তবে খাওয়া? তিনি (আনাস) বললেন: সেটা তো আরো খারাপ, আরো নিকৃষ্ট।

মুসলিম-২৩-৫০২৯: মুহাম্মদ পান করার সময় তিনবার পাত্রে (পাত্রের বাইরে) শ্বাস গ্রহণ করতেন।

মুসলিম-২৩-৫০৩৭: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, সে যেন স্বীয় হাত মুছে না ফেলে যতক্ষন না সে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

মুসলিম-২৪-৫২৩৪: মুহাম্মদ কোনা ব্যক্তির বাম হাতে আহার করা, এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা করা, এক কাপড়ে সমস্ত দেহ পেঁচিয়ে রাখা ও গুপ্তাঙ্গ খোলা রেখে এক কাপড়ে গুটি মেরে বসা থাকা নিষেধ করেছেন।

মুসলিম-২৪-৫২৩৮: মুহাম্মদ বলেছেন: কেউ যেন চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অপর পা তুলে না দেয়।

বুখারী-৭-৭২-৮০৭: একজন লোক একটি ছিদ্র পথ দিয়ে নবী-এর ঘরে উকি মারে। নবী তখন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি বললেন আমি যদি বুঝতাম যে, তুমি ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে দেখছো, তাহলে এ (চিরুনি) দিয়ে আমি তোমার চোখ

ঘায়েল করে দিতাম। দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যই তো অনুমতি গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে।

মুহাম্মদ মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বাসী ছিলেন; তিনি মানুষকে গৃহপালিত প্রাণীর মত ক্রয়-বিক্রয়ে দ্বিধা করতেন না; দাস প্রথার বড় মাপের ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। একজন সামন্ত প্রভূর সকল চরিত্র ধারণ করতেন তিনি!

বুখারী-৩-৩৪-৩৫১: এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর তার গোলাম আযাদ (মুক্ত) হবে বলে ঘোষনা দিলো। তারপর সে অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়লো। মুহাম্মদ গোলামটিকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট থেকে খরিদ (ক্রয়) করবে? নুআঈম ইবনে আবদুল্লাহ (তাঁর কাছ থেকে) সেটি এত এত মূল্যে খরিদ করলেন। মুহাম্মদ গোলামটি তাকে বুঝিয়ে দিলেন।

বুখারী-৭-৬৫-৩৪৪: মুহাম্মদ তাঁর এক দর্জি গোলামের বাড়ীতে আসলেন। (আহার কালে তাঁর সামনে কদু উপস্থিত করা হলে তিনি (বেছে বেছে) কদু খেতে লাগলেন। সে দিন থেকে আমিও (আনাস) কদু খেতে ভালবাসি, যেদিন রাসুলুল্লাহ্-কে কদু খেতে দেখলাম।

বুখারী-৯-৯১-৩৬৮: উমর থেকে বর্ণিত: আমি আসলাম, তখন রাসুলুল্লাহ তাঁর দ্বিতল কক্ষে অবস্থানরত ছিলেন। আর রাসুলুল্লাহ-এর কৃষ্ণকায় গোলামটি দরজার সম্মুখে দাঁড়ানো। আমি তাকে বললাম, তুমি বলো উমর ইবনে খাত্তাব এসেছে; তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

ইসলামের প্রশ্নে মুহাম্মদ ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধবাজ নেতা।

বুখারী-৯-৯০-৩৩২: আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি রাসুলূল্লাহ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি কিছু

লোক আমার সঙ্গে শরীক না হয়ে পিছনে থেকে যাওয়াটা অপছন্দ না করতো, আর সবাইকে বাহন (যুদ্ধ সরঞ্জাম) সরবরাহ করতে আমি অক্ষম না হতাম, তাহলে আমি কোন যুদ্ধ থেকেই পিছনে থাকতামনা। আমার বড়ই কামনা হয় যে, আমাকে মহান আল্লাহর পথে শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয়, আবার জীবিত করা হয়। আবার শহীদ করা হয়।

মুহাম্মদ ছিলেন কখনও কখনও শিশুতোষ রসিক।

মুসলিম-৩১-৫৯৩২: আমির ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ ওহুদ যুদ্ধের দিন তাঁর জন্য স্বীয় পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেছিলেন। সাদ বলেন: মুশরিকদের একটা লোক মুসলমানদের জ্বালিয়ে মারছিলো। তখন রাসুলুল্লাহ বললেন: হে সাদ, তীর মারো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ। আমি তার উদ্দেশ্যে একটা তীর বের করলাম যাতে ধারালো অংশটি ছিলো না- ওটা তার পাঁজরে লাগলে সে পড়ে গেলো, এতে তার লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ হাসলেন আমি তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

মুহাম্মদ ছিলেন কখনও কখনও নিষ্ঠুর মানুষ।

বুখারী-২-২৪-৫৭৭: উরাইনা গোত্রের কতিপয় লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল হওয়ায় রাসূলুল্লাহ তাদেরকে যাকাতের জন্য প্রাপ্ত উটের কাছে গিয়ে উটের দুধ ও পেশাব পান করার অনুমতি প্রদান করেন। তারা রাখালকে হত্যা করে এবং উট হাঁকিয়ে নিয়ে (পালিয়ে) যায়। রাসুলুল্লাহ তাদের পশ্চাদাবনে লোক প্রেরণ করেন, তাদেরকে ধরে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাদের হাত পা কেটে দেন এবং তাদের

চোখে তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করেন আর তাদেরকে হাররা নামক উত্তপ্ত স্থানে ফেলে রাখেন। তারা (যন্ত্রণায়) পাথর কামড়ে ধরে ছিল।

চলুন প্রথম অধ্যায়ের শেষে মুহাম্মদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বিষয়টি জেনে আসি; পরের অধ্যায় শুরুর আগে হালকা থাকাটা জরুরী!

মুসলিম-৩-৬৭৩: আবদুল্লাহ ইবনে জাফর থেকে বর্ণিত: একদিন রাসুলুল্লাহ আমাকে সাওয়ারির উপরে তাঁর পেছনে বসালেন; অতঃপর তিনি চুপিচুপি আমাকে একটা কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসুলুল্লাহ তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরনের সময় যা দিয়ে আড়াল করতেন তার মধ্যে বেশী পছন্দনীয় ছিল টিলা অথবা খেজুরগাছের বাগান।

বুখারী-১-৮-৪৭৯: আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ্ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একজন বালক তাঁর পিছনে যেতাম। আর আমাদের সাথে থাকতো একটা লাঠি বা একটা ছড়ি অথবা একটা ছোট লাঠি, আরো থাকতো একটা পানির পাত্র। তিনি তাঁর প্রয়োজনে সেরে নিলে আমরা তাঁকে ঐ পাত্রটি দিতাম।

নীতি-দ্বৈতনীতি

প্রতিটি মানুষ সমান, ইসলামের এই নীতির প্রশংসা না করলে ছোট করা হবে মুহাম্মদের নীতিবোধের; তবে সমান হবার প্রথম শর্ত আপনাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে!

বুখারী-১-২-১২: তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

বুখারী-৯-৮৫-৮৩: এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, না সে তার প্রতি জুলুম করবে, না তাকে অন্যের হাওলা (দায়িত্বে দেওয়া) করবে। যে কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাবেন।

বুখারী-৮-৭৩-৭০: মুহাম্মদ বলেছেন: মুসলমানকে গালি দেওয়া/ক্ষতি করা ফাসিকি (কবিরা গুনাহ) এবং একে অন্যেকে হত্যা করা কুফরী।

ইসলামে মিথ্যা সব সময়ই মিথ্যা নয়, এমনকি কসমও নয় চুড়ান্ত কসম!

বুখারী-৩-৪৯-৮৫৭: সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে মিথ্যা বলে) ভালো কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে।

বুখারী-৮-৭৮-৬১৮: আবু বকর কখনও কসম ভঙ্গ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা কসমের কাফফারা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলতেন: আমি যেকোনো ব্যাপারে কসম করি, এরপর যদি এর চেয়ে উত্তমটি দেখতে পাই তবে উত্তমটিই করি এবং আমার কসম ভঙ্গের জন্য কাফফারা আদায় করে দেই।

মুহাম্মদ নিজে শিখিয়েছেন, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মিথ্যা কথা বলা অন্যায় নয় মোটেই; মুহাম্মদের জামাতা আলী'র ভিন্নমত হবার কারণ আছে কি?

বুখারী-৫-৫৯-৩৬৯: মুহাম্মদ বললেন: কাব ইবনে আশরাফের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত আছো কে? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা দাঁড়ালেন, এবং বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনি কি চান যে আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, তাহলে আমাকে কিছু মিথ্যা কথা বলার অনুমতি দিন। মুহাম্মদ বললেন: হ্যাঁ বল।

বুখারী-৯-৮৪-৬৪: আলী বলেছেন: আমি যখন তোমাদেরকে রাসুলুল্লাহ–এর কোন হাদীস বর্ণনা করি 'আল্লাহর কসম'! তখন তাঁর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখাতে হবে যে, মিথ্যা শত্রুর বিরুদ্ধে একটি কৌশল।

মুসলিম-৩২-৬৩০৩: মুহাম্মদ বলেছেন: সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মাঝে আপোষ মীমাংসা করে দেয়। সে কল্যাণের জন্যই (মিথ্যা) বলে এবং কল্যাণের জন্যই চোগলখুরী (দুমুখো) করে। ইবনে শিহাব বলেন: তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো বিষয়ে রাসুলুল্লাহ মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনিনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে, লোকদের মাঝে আপোষ-মীমাংসার জন্য, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর কথা ও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর কথা প্রসঙ্গে।

ইসলামে বিচার ব্যবস্থা শরিয়া আইন নির্ভর, শরিয়া মানুষের অন্যায়ের সমতা ভিত্তিক বিচার করে বলে ধারণা করেন অনেকেই, তা হতে পারে অবশ্যই; যদি আপনি একজন (কাফির) অমুসলিমকে মানুষ মনে না করেন!

বুখারী-১-৩-১১৩: আবু জুহায়ফা বলেন: আমি আলী-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে? তিনি বললেন: না, কেবলমাত্র আল্লাহর

কিতাব রয়েছে, আর সেই বুদ্ধি ও বিবেক, যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এ ছাড়া যা কিছু এ পত্রটিতে লেখা আছে। আবু জুহায়ফা বলেন: আমি বললাম, এ পত্রটিতে কী আছে? তিনি বললেন: দিয়াতের (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, মুসলিমকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।

মুহাম্মদ এতটাই নৈতিক মানুষ ছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তার অনুসারীদের দিয়ে গিয়েছিলেন সবচেয়ে বড় মানবিকতার পাঠ!

বুখারী-৪-৫২-২৮৮: মুহাম্মদ ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ (মক্কা, মদীনা, ইয়ামামা ও ইয়ামান) থেকে বিতাড়িত করো। (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও আনুরূপ দিও। (৩) (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসীয়তটি আমি ভুলে গিয়েছি।

মুসলিম দাস-দাসী-গোলামের প্রতি তার মায়া ছিলো অসম্ভব, অথচ অমুসলিম নারী-শিশু নিয়ে তার দ্বৈতনীতি বিদ্যমান ছিলো আজীবন!

বুখারী-৩-৪৬-৬৯৩: মুহাম্মদ বলেছেন, কেউ কোনো মুসলিম গোলাম আযাদ (মুক্ত) করলে আল্লাহ সেই গোলামের প্রত্যেক অংগের বিনিময়ে তার এককটি অংগ (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। সাঈদ ইবনে মারজানা বলেন, এ হাদীসটি আমি আলী ইবন হুসায়নের খিদমতে পেশ করলাম; তখন তিনি তার এক গোলামের কাছে উঠে গেলেন যার বিনিময়ে আবদুল্লাহ ইবনে জাফার তাকে দশ হাজার দিরহাম কিংবা এক হাজার দীনার দিতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন।

মুসলিম-১৯-৪৩২২: সাব ইবন জাছছামা থেকে বর্ণিত: আমি মুহাম্মদ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা রাতের আধারে অতর্কিত আক্রমণে মুশরিকদের শিশুদের উপরও আঘাত করে ফেলি। মুহাম্মদ বললেনঃ, তারাও তাদের (মুশরিক যোদ্ধাদের) অন্তর্গত।

ইহুদী-নাছারা-খ্রিষ্টান

মুহাম্মদের হাদিস অনুসারে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই; দারুণ প্রসংশনীয় নীতি ইসলামের! কিন্তু মুসলমান না হলে সে আর আপনার ভাই হবার যোগত্য রাখে না! একজন অমুসলিম ইসলামের চোখে নোংরা, জঘন্য, পাপী, ঘৃণার পাত্র! তা সে পৃথিবীর সবচেয়ে দানশীল-সহনশীল-চিন্তা চেতনায় যতই মহৎ মানুষই হন! ইহুদী, খ্রিষ্টান (নাছারা) আর বাদবাকী জাতপাতের মানুষ নিয়ে মুহাম্মদের মানসিকতা বোঝা যাবে নিচের হাদিসগুলো পাঠে:

বুখারী-১-১২-৭৪৯: মুহাম্মদ বলেছেন: ইমাম "ওয়ালাদ দওয়াল্বিন.. তাদের পথে নয় যারা গযবপ্রাপ্ত (ইহুদী) ও পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান) নয়" পড়লে তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফিরিশতাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময় হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

বুখারী-২-২৩-৪৫৭: মুহাম্মদ একবার সূর্য ডুবে যাওয়ার পর বের হলেন, তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন: ইহুদীদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে। (এটা আযাব দেওয়ার আওয়াজ)

বুখারী-৩-৩১-২২২: মুহাম্মদ মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইহুদীগণ 'আশুরার দিনে রোজা/সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা সাওম পালন করেন। মুহাম্মদ বললেন: আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সাওম পালন করেন এবং সাওম পালনের নির্দেশ দেন।

ইহুদী সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী, তারা ইদুরতূল্য! মুসলিমদের তাই তাদের বিপরীত কাজ করতে হবে সবসময়।

বুখারী-৩-৪১-৫৯৯: মুহাম্মদ বলেছেন: কোন ব্যক্তি যদি কোনো মুসলিমের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তা হলে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। আশআস বলেন, আল্লাহর কসম; এটা আমার সম্পর্কেই ছিল। আমার ও এক ইহুদী ব্যক্তির সাথে যৌথ মালিকানায় এ খন্ড জমি ছিল, সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসলো। আমি তাকে রাসুলুল্লাহ্ এর কাছে নিয়ে গেলাম। রাসুলুল্লাহ্ আমাকে বললেন: তোমার কোন স্বাক্ষী আছে কি? আমি বললাম: না। তখন তিনি ইহুদীকে বললেন: তুমি কসম করো। আমি তখন বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ্! সে তো কসম করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ তাআলা (এ আয়াত) নাযিল করেন: নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, এরা আখেরাতের কোন অংশই পাবে না এবং আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, বস্তুতঃ তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (৩:৭৭)।

বুখারী-৪-৫৫-৬৬২: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমরা তো তোমাদের পূর্ববর্তীদের পাপের তরীকাহ (নিয়ম) পুরোপুরি অনুসরণ করবে! প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে! এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে! আমরা বললাম: ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আপনি কি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথা বলছেন? মুহাম্মদ বললেন: তবে আর কার কথা?

বুখারী-৪-৫৫-৬৬৪: মুহাম্মদ কোমড়ে হাত রাখাকে পছন্দ করতেন না; আর বলতেন: ইহুদীরা এরূপ করে।

বুখারী-৪-৫৫-৬৬৮: মুহাম্মদ বলেছেন: ইহুদী ও খ্রিস্টানরা (দাঁড়ি ও চুলে) রং লাগায় না বা খেযাব দেয় না। অতএব তোমরা (রং লাগিয়ে বা খেযাব লাগিয়ে) তাদের বিপরীত কাজ কর।

বুখারী-৬-৬০-১৫৭: মুহাম্মদ বলেছেন: আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে লানত করেছেন, যখন তিনি তাদের উপর চর্বি হারাম করেছেন তখন তারা ওটাকে তরল করে জমা করেছে, তারপর বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে।

বুখারী-৪-৫৫-৫৪৭: মুহাম্মদ বলেছেন: বনী ইসরাঈল যদি না হতো, তবে গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হতো না। আর যদি হাওয়া (ঈভ) না হতেন তবে কোনো নারীই তাঁর স্বামীর খেয়ানত করত না।

বুখারী-২-২৩-৩৭৬: মুহাম্মদ এক ইহুদী মেয়ে লোকের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল। তখন তিনি বললেন: তারা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে। অথচ তাকে কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছে।

মুসলিম-৩৭-৬৬৬৬: মুহাম্মদ বলেছেন: যখনই কোন মুসলমান মারা যায় তখন আল্লাহ তার স্থলে একজন ইহুদী বা খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে জাহান্নামে দাখিল করেন।

মুসলিম-৪২-৭১৩৫: মুহাম্মদ বলেছেন: বনী ইসরাঈলের একটি উম্মত (সম্প্রদায়) নিখোঁজ হয়ে গেছে। জানা নেই তারা কোথা হারিয়েছে। এদের সম্পর্কে আমার ধারণা, এ সম্প্রদায় (বিকৃত রূপ ধারণ করে) ইঁদুরের রূপ নিয়েছে। তোমরা কি দেখছো না। ঈঁদুরের সামনে উটের দুধ রাখা হলে তা পান করে।

ইহুদী নারীরা যুদ্ধে গনীমত বা দাসী হিসাবে বিনিময় বা মুক্তির নামে ভোগ যোগ্য!

বুখারী-৫-৫৯-৫১২: মুহাম্মদ খায়বারের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রত্যুষে সামান্য অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার ধ্বনি

উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা যখনই কোনো গোত্রের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছি তখনই সতর্ককৃত সেই গোত্রের সকাল হয় অশুভ রূপ নিয়ে। এ সময়ে খায়বার অধিবাসীরা (ভয়ে) বিভিন্ন অলি-গলিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল। নবী তাদের মধ্যেকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদের হত্যা করলেন। আর শিশু (ও মহিলাদের)-দের কে বন্দী করলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়্যা বিনতে হুইয়াই প্রথমে তিনি দাহইয়াতুল কালবীর অংশে এবং পরে নবী-এর অংশে বন্টিত হন। নবী তাঁকে আযাদ করত এই আযাদীকে (মুক্তিকে) মোহর ধার্য করেন (এবং বিবাহ করে নেন)।

ইসলাম এবং মুসলিমদের থেকে নিরাপত্তা চাইলে, ইহুদীদের আত্মসমর্পণ করা বাধ্যতামূলক!

বুখারী-৯-৯২-৪৪৭: একদা আমরা মসজিদে নববীতে ছিলাম। রাসুলুল্লাহ মসজিদ থেকে বের হয়ে আমাদেরকে বললেন: তোমরা চলো ইহুদীদের সেখানে যাই। আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিলে এলাম। অবশেষে আমরা বায়তুল মিদরোসে (তাদের শিক্ষাগারে) পৌঁছলাম। তার পর নবী সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম কবুল কর, এতে তোমরা নিরাপদে থাকবে। ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসিম (**'কাসিমের পিতা'**, মুহাম্মদের প্রথম সন্তানের নাম ছিলো **কাসিম**)! আপনার পৌছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। এরপর তিনি বললেন: আমার ইচ্ছা তোমরা ইসলাম কবুল কর এবং শান্তিতে থাকো। তারাও আবার বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার পৌঁছানোর দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন। রাসুলুল্লাহ তাদেরকে বললেন: আমি এরূপই ইচ্ছা রাখি। তৃতীয়বারেও তিনি তাই বললেন। পরিশেষে রাসুলুল্লাহ বললেন: জেনে রেখো, জমিন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। আমি তোমাদেরকে এই এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে দিতে চাই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাদের অস্থাবর সম্পত্তি আছে, তা যেন সে বিক্রি করে দেয়; অন্যথায় জেনে রেখো জমিন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের।

বুখারী-৪-৫২-৬৮: খন্দকের যুদ্ধ থেকে যখন রাসুলুল্লাহ ফিরে এসে অস্ত্র রাখলেন এবং গোসল করলেন, তখন জিব্রাইল তাঁর কাছে এলেন, আর তাঁর মাথায় পট্টি ন্যায় ধুলি জমেছিল। তিনি বললেন আপনি অস্ত্র রেখে দিলেন অথচ আল্লাহর কসম, আমি এখনো অস্ত্র রাখিনি। রাসুলুল্লাহ বললেন: কোথায় যেতে হবে? তিনি বানু কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন: এদিকে। তারপর রাসুলুল্লাহ তাদের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

বুখারী-৪-৫২-১৫৩: বনু নযীরের সম্পদ আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল-কে 'ফায়' (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত) হিসেবে দান করেছিলেন। এতে মুসলমানগণ অশ্ব বা সাওয়ারী চালনা করেনি। এ কারণে তা রাসুলুল্লাহ-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সম্পদ থেকে নবী তাঁর পরিবারকে এক বছরের খরচ দিয়ে দিতেন এবং অবশিষ্ট আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের প্রস্তুতি স্বরূপ হাতিয়ার ও ঘোড়া ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।

বুখারী-৪-৫২-১৭৬: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; এমনকি তাদের কেউ যদি পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে তাহলে পাথরও বলবে: হে আল্লাহর বান্দা, আমার পেছনে ইহুদী রয়েছে, তাকে হত্যা করো।

মুহাম্মদকে না মানলে ইহুদি হোক আর খ্রিষ্টান হোক, তাকে জাহান্নামে যেতে হবেই, নিজ ভূমিতেও থাকার অধিকার থাকবে না তার!

মুসলিম-১-২৮৪: মুহাম্মদ বলেছেন: সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, ইহুদি হোক আর খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ আহ্বান শুনেছে, অথচ আমার রিসালতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।

বুখারী-৩-৩৯-৫৩১: উমর ইবনে খাত্তাব, ইহুদী ও নাসারাদের হিজায থেকে নির্বাসিত করেন। রাসুলুল্লাহ যখন খায়বার জয় করেন, তখন ইহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোনো স্থান জয় করেন, তখন তা আল্লাহ্,

তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য হয়ে যায়। কাজেই ইহুদীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিতে চাইলেন। তখন ইহুদীরা রাসুলুল্লাহ-এর কাছে অনুরোধ করলো, যেন তাদের সে স্থানে বহাল রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদে দায়িত্ব পালন করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। রাসুলুল্লাহ তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিব যতদিন আমাদের ইচ্ছা। কাজেই তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে উমর তাদেরকে তাইমা আরীহায় নির্বাসিত করে দেন।

বুখারী-৪-৫৬-৮১৪: এক খ্রিস্টান ব্যক্তি মুসলমান হল এবং সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখে নিলো। নবী করিম-এর জন্য সে অহী লিপিবদ্ধ করত। তারপর সে পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মদ-কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে অধিক কিছু তিনি জানেন না। কিছুদিন পর আল্লাহ্ তাঁকে মৃত্যু দিলেন। খ্রিস্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তা দেখে খ্রিস্টানরা বলতে লাগল – এটা মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীদের কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদুর সম্ভব গভীর করে কবর খুঁড়ে তাতে তাকে দাফন করা হল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কবরের মাটি তাঁকে (গ্রহণ না করে) আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবীদের কাণ্ড। তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে সমাহিত করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কবরের মাটি এবারও তাঁকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারাও বুঝতে পারল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা শবদেহটি বাইরেই ফেলে রাখল।

ইহুদী, খ্রিষ্টান সহ সকল মানব সন্তান নাকি মুসলমান হয়েই জন্মায়! আর তাদের সকল গ্রন্থ বিকৃত।

মুসলিম-৩৩-৬৪২৩: মুহাম্মদ বলেছেন: প্রতিটি নবজাতক ফিতরাতে জন্ম গ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিষ্টান বানায় এবং অগ্নিপূজক বানায়, যেমন চতুস্পদ জানোয়ার পূর্ণাঙ্গ চতুস্পদ বাচ্চা প্রসব করে। তোমরা কি তাতে কোনো কর্তিত অঙ্গ বাচ্চা দেখো? এরপর আবু হুরায়রা বললেন: এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারো; আল্লাহর ফিতরাত হচ্ছে তাই যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।

বুখারী-৩-৪৮-৮৫০: আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন: হে মুসলিম সমাজ! কি করে তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্লাহ্ তার নবীর উপর যে কিতাব অবর্তীণ করেছেন, তা আল্লাহ সম্পর্কিত নবতর তথ্য সম্বলিত, যা তোমরা তিলাওয়াত করছো এবং যার মধ্যে মিথ্যার কোন সংমিশ্রন নেই। তদুপরি আল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহ যা লিখে দিয়েছিলেন, তা পরিবর্তন করে ফেলেছেন এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করে তা দিয়ে তুচ্ছ মূল্যের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। তোমাদেরকে প্রদত্ত মহাজ্ঞান কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না? আল্লাহর শপথ! তাদের একজনকেও আমি কখনো তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে দেখিনি।

ইসলাম এবং মুহাম্মদের চরিত্র অভিন্ন, সহজ বাংলায় বলা যেতে পারে মুহাম্মদই ইসলাম; মুহাম্মদ চরিত্রই ইসলামের মূল ভিত্তি। মুহাম্মদের দৃষ্টিভঙ্গি লালন পালন করে সকল মুমিন মুসলিম; তাই তারাও এক-একজন মানুষের সমতা বিরোধী প্রাণী। পরের অধ্যায়ে আমরা মুহাম্মদের নতুন একটি দিক অবশ্যই দেখতে পারবো, বিচারের বিষয় কেবল এটাই; হাদীসের আলোকে মুহাম্মদ কেমন মানুষ!

জিহাদ-যুদ্ধ-ধর্মযুদ্ধ

মক্কায় অবস্থানের সময় (নবী হিসেবে ১৩ বছর) মুহাম্মদ আপাতদৃষ্টিতে শান্তিপ্রিয় বাণীপ্রচারক ছিলেন, যদিও এ মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়! দুর্বল মানুষ যেভাবে রাগ-ক্ষোভ বুকের ভেতর পুষে রাখে, মুহাম্মদ ছিলেন ঠিক তেমন জাতের মানুষ। মদিনায় এসে ক্রমশ মুহাম্মদের আসল মরুদস্যু-রূপ প্রকাশ পেতে থাকে, আর তাতে ঘি ঢালতে থাকে মক্কার ১৩ বছরের জমে থাকা রাগ আর ক্ষোভ! চলুন, হাদীসে সন্ধান করি মুহাম্মদের মরুদস্যু-রূপ।

বুখারী-১-৭-৩৩১: মুহাম্মদ বলেন: আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে ত্রাস-ভয়-আতঙ্ক দেখানোর ক্ষমতার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, যে একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়। (২) সমস্ত জমীন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে; কাজেই আমার উম্মাতের যে কোনো লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে। (৩) আমার জন্য গনীমতের (যুদ্ধ-হামলায় প্রাপ্ত) মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফাআতের অধিকার দেওয়া হয়েছে। (৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।

মুসলিম-১-৩১: মুহাম্মদ বলেছেন: আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই,-এ কথার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এগুলো মেনে নিলে তারা তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া; আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।

ইসলামের মূল বিষয় যুদ্ধ বা জিহাদ। জিহাদ ছাড়া ইসলামের ভিত্তি চাকা-ছাড়া গাড়ির মত। চলুন দেখে আসি হাদীসে!

বুখারী-২-২৬-৫৯৪: মুহাম্মদ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বলেন: হজ্জ-ই-মাবরূর (মাকবুল হজ্জ)।

জিহাদ না করার ইচ্ছা মুসলিমকে মুনাফিকের মৃত্যু দেয়! আর তাই কারও উচিত নয় যুদ্ধবিদ্যা ত্যাগ করা।

মুসলিম-২০-৪৬৯৬: মুহাম্মদ বলেছেন: যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ কোনদিন জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোনো দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যু বরণ করলো।

বুখারী-৪-৫২-১৪৬: মুহাম্মদ বলেছেন: এমন এক সময় আসবে যখন এক দল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী-এর সাহাবীদের কেউ আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর (তাঁর বরকতে) বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক সময় আসবে, যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, নবী-এর সাহাবীদের সহচরদের (তাবেঈন) মধ্যে কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছেন? বলা হবে, হ্যাঁ। তারপর তাদের বিজয় দান করা হবে। তারপর এমন এক যুগ সময় আসবে যে, জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন, যিনি নবী-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছে, (তাবে-তাবেঈন)? বলা হবে, হ্যাঁ। তখন তাদের বিজয় দান করা হবে।

মুসলিম-২০-৪৭১২: মুহাম্মদ-কে আমি বলতে শুনেছি, অচিরেই অনেক ভূখণ্ড তোমাদের পদানত হবে। আর শত্রুদের মোকাবেলায় আল্লাহই তোমাদের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তীর নিক্ষেপের খেলার অভ্যাস ত্যাগ না করে।

মুসলিমের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণের চেয়ে বড় কিছুই হতে পারে না, আর মক্কা অধ্যায় শেষ হবার পর মুসলিমের জন্য আর জিহাদ ছাড়া বিকল্প কিছুই নেই! জিহাদের ডাকে তাই পেছন ফেরার সুযোগ নেই কোনো মুসলিমের।

বুখারী-৬-৬০-১১৮: বসে-থাকা মুমিনরা আর জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান নয় (৪:৯৫); আয়াতটি যখন নাযিল হল, তখন মুহাম্মদ বললেন অমুককে ডেকে আন। এরপর দোয়াত, কাঠ অথবা হাড় খণ্ড নিয়ে তিনি মুহাম্মদ-এর কাছে আসলেন; তিনি বললেন, লিখে নাও। মুহাম্মদ-এর পেছনে ছিলেন ইবনে উম্মে মাকতুম। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি দৃষ্টিহীন। এরপর তখনই অবতীর্ণ হল: (৪:৯৫) গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান-যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

বুখারী-৪-৫২-৪২: মুহাম্মদ বলেছেন: (মক্কা) বিজয়ের পর আর হিজরত নেই। বরং রয়েছে কেবল জিহাদ ও নিয়ত। যদি তোমাদের জিহাদের ডাক দেওয়া হয়, তা হলে বেড়িয়ে পড়।

জিহাদ সকল ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। আপনি জিহাদী নন, তার মানে আপনি ইসলামের সঠিক রাস্তায় নেই- নিশ্চিত বলা যায়।

বুখারী-৪-৫২-৪৪: এক ব্যক্তি মুহাম্মদ-এর কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমতূল্য হয়। তিনি বলেন, আমি তা পাচ্ছি না। (এরপর বললেন) তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে, মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায়, তখন

থেকে তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে এবং (এতটুকু) আলস্য করবে না, আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙ্গবে না। লোকটি বলল, তা কার সাধ্য? আবু হুরায়রা বলেন: মুজাহিদের ঘোড়া রশিতে বাঁধা থাকা অবস্থায় ঘোরাফেরা করে, এতেও তার জন্য নেকি লেখা হয়।

বুখারী-৪-৫২-৪৫: মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করা হলো: 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে উত্তম? মুহাম্মদ বলেন: সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। সাহাবীগণ বললেন: তারপর কে? তিনি বললেন: সেই মুমিন যে, পাহাড়ের কোন গুহায় অবস্থান করে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজ অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদে রাখে।

বুখারী-৪-৫২-৬৫: এক ব্যক্তি মুহাম্মদ-এর কাছে এসে বললো: এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধির জন্য এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জিহাদে শরীক হন। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? মুহাম্মদ বললেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা সুদৃঢ় থাকার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল সে-ই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।

বুখারী-৪-৫২-৭২: মুহাম্মদ বলেছেন: জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা পোষণ করবে না, যদিও দুনিয়ার সকল জিনিস তার কাছে বিদ্যমান থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্খা করবে যেন দশবার শহীদ হয়; কেননা সে শাহাদাতের মর্যাদা দেখেছে।

বুখারী-৪-৫২-৯৬: মুহাম্মদ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর আসবাবপত্র সরবরাহ করে সে যেন জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশুনা করে, সেও যেন জিহাদ করল।

বুখারী-৪-৫২-১৪২: মুহাম্মদ বলেছেন: আল্লাহর পথে কাফেরদের বিরুদ্ধে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও এর উপর যা কিছু আছে তার চাইতে

উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চিবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সব কিছুর চাইতে উত্তম।

বুখারী-৪-৫২-১৯৬: মুহাম্মদ বলেছেন: আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের সাথে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে সে তার জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ করে নিলো। অবশ্য ইসলামের বিধান আলাদা, আর তার (প্রকৃত) হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

আপনার জন্য সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগ হচ্ছে জিহাদের জন্য সকল সম্পদ ব্যয় করা! সাথে নিজের প্রাণ দেওয়াটা অতিরিক্ত!

বুখারী-২-২৪-৫২২: মুহাম্মদ বলেছেন: প্রতিদিন সকালে দুজন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! জিহাদের জন্য দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।

বুখারী-৬-৬০-৪১: হুযায়ফা থেকে বর্ণিত যে: এ আয়াত আল্লাহর পথে জিহাদে ব্যয় করা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (২:১৯৫) তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।

মুসলিম-২০-৪৬৬৮: মুহাম্মদ বলেছেন: যে আল্লাহর রাস্তায় কোনো যোদ্ধাকে যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত করে দিলো, সেও জিহাদ করলো, যে ব্যক্তি কোনো যোদ্ধার অনুপস্থিতিতে তার পরিবারবর্গের দেখাশোনা করলো, সেও জিহাদই করলো।

বুখারী-১-৩-১২৫: এক ব্যক্তি মুহাম্মদ– এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কোনটি, কেননা আমাদের কেউ লড়াই করে রাগের বশীভূত হয়ে, আবার কেউ লড়াই করে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। তিনি তার দিকে

মাথা তুলে তাকালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর মাথা তোলার কারণ ছিল যে, সে ছিল দাঁড়ানো। এরপর তিনি বললেন: আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সুদৃঢ় করার জন্য যে যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাস্তায়।

নিজের প্রাণ দিয়ে কাল্পনিক বেহেস্ত যাবার সোজা পথের সন্ধান দিয়ে দিলাম, নিজেই পড়ে দেখুন!

বুখারী-১-২-৩৫: মুহাম্মদ বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাসের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা দেন যে, আমি তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবো তার সওয়াব বা গনীমত (ও সওয়াব) সহ কিংবা তাকে জান্নাতে দাখিল করবো। আর আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোনো সেনাদলের সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা পছন্দ করি যে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

বুখারী-২-১৩-৩০: আবায়া ইবন রিফাআ মুহাম্মদকে বলতে শুনেছেন: যার দুই পা আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদে) ধুলি ধূসরিত হয়, আল্লাহ্‌ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।

বুখারী-২-১৫-৮৬: মুহাম্মদ বলেছেন: যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল, অনান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? মুহাম্মদ বললেন: জিহাদও নয়, যতক্ষন না সে ব্যক্তি নিজের জান ও মালের ঝুকি নিয়েও আল্লার রাস্তায় জিহাদ না করে।

মুসলিম-২০-৪৬৪৯: মুহাম্মদ বলেন: ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহই মাফ করে দেওয়া হবে।

মুসলিম-২০-৪৬৮১: মুহাম্মদ বলেন: নিশ্চয়ই জান্নাত রয়েছে তরবারীর ছায়ায়। তখন আলুথালু এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, হে আবু মুসা! আপনি কি নিজে রাসুলুল্লাহ-কে তা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি তার সাথীবর্গের কাছে ফিরে গেলো। তারপর বললো, আমি তোমাদেরকে (বিদায়ী) সালাম জানাচ্ছি। এরপর সে তার তরবারীর কোষ (কভার) ভেঙ্গে ফেলে তা দুরে নিক্ষেপ করলো। তারপর নিজ তরবারীসহ শত্রুদের কাছে গিয়ে উপনীত হলো। এবং তা দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেল।

মুসলিম-২০-৪৬৯৪: মুহাম্মদ বলেন: যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতের আকাংখা করে আল্লাহ তাকে তা (অর্থাৎ তার সাওয়াব) দিয়ে থাকেন-যদিও সে শাহাদাত লাভের সুযোগ না পায়।

তবে যদি আপনি জিহাদে জয়লাভ করতে পারেন, তবে যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পত্তি তো আপনার জন্য বোনাস!

বুখারী-৩-৩৪-৩১৩: আবু কাতাদা থেকে বর্নিত: আমরা রাসুলুল্লাহ্-এর সঙ্গে হুনায়নের যুদ্ধে গেলাম। তখন তিনি আমাকে একটি বর্ম দিয়েছিলেন। আমি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা বনু সালিমা গোত্রের এলাকায় অবস্থিত একটি বাগান খরিদ করি। এ ছিল ইসলাম গ্রহনের পর আমার প্রথম স্থাবর সম্পত্তি অর্জন।

বুখারী-৪-৫৩-৩৭৪: মুহাম্মদ বলেছেন: আমি কুরাইশদের সম্পদ/গনীমত দিয়ে থাকি তাদের মন রক্ষা করার জন্য। কেননা, তারা (ইসলামে নতুন) জাহেলী যুগের কাছিকাছি।

বুখারী-৫-৫৯-৩৭৭: এক ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধের দিন মুহাম্মদকে বললেন: আপনি কি মনে করেন, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি কোথায় অবস্থান করব? তিনি বললেন, জান্নাতে। তারপর উক্ত ব্যক্তি হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেললেন, এরপর তিনি একাই লড়াই করলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

বুখারী-৫-৫৯-৫৩৭: খায়বার যুদ্ধের দিন মুহাম্মদ ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক অংশ হিসেবে (গনীমতের) সম্পদ বন্টন করেছেন। বর্ণনাকারী [উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উমর] বলেন, নাফি হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে তার জন্য তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, তার জন্য এক অংশ।

বুখারী-৪-৫২-৬৩: লৌহ বর্মে আবৃত এক ব্যক্তি মুহাম্মদের কাছে এসে বলল, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি যুদ্ধে শরীক হবো, না ইসলাম গ্রহণ করব? তিনি বললেন, ‘ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর যুদ্ধে যাও।’ তারপর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে গেল এবং শাহাদাত বরণ করল। মুহাম্মদ বললেন, ‘সে অল্প আমল করে বেশী পুরস্কার পলে।’

বুখারী-৪-৫৩-৩৫১: মুহাম্মদ বলেছেন: আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

বুখারী-৪-৫৩-৩৫২: মুহাম্মদ বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ়াস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার জিম্মা গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত অর্জন করেছে তা সহ তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখানে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলো।

আপনি যদি মুহাম্মদের মত নারী-শরীর কাতর হয়ে থাকেন, তবে জিহাদে অংশগ্রহনে আছে আপনার জন্য বিশাল ফায়দা!

বুখারী-৩-৩৪-৪৩১: সাফিয়া বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দিহয়া কালবী-এর ভাগে পড়েন, এর পরে তিনি মুহাম্মদের অধীনে এসে যান।

বুখারী-৩-৩৪-৪৩২: আবু সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্নিত: একদা তিনি মুহাম্মদের নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ্, আমরা যুদ্ধবন্দী দাসীর সাথে

সংগত (সহবাস) হই; কিন্তু আমরা তাদের (বিক্রয় করে) মূল্য হাসিল করতে চাই। এমতাবস্থায় আযল (নিরুদ্ধ সঙ্গম) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, তোমরা কি এরূপ করে থাক? তোমরা যদি তা (আযল) না কর, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ মহান আল্লাহ্ তাআলা যে সন্তান জন্ম হওয়ার ফায়সালা করে রেখেছেন, তা অবশ্যই জন্মগ্রহন করবে।

বুখারী-৯-৮৩-২৯: আমরা নবী–এর সাথে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তখন তাদের এক ব্যক্তি বলল, হে আমির! আমাদেরকে উট চালনার কিছু সঙ্গীত শোনাও। সে তাদেরকে তা গেয়ে শোনাল। তখন নবী বললেন, চালকটি কে? তারা বলল, আমির। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদেরকে তার থেকে দীর্ঘকাল উপকৃত হবার সুযোগ করে দিন। পরদিন সকালে আমির নিহত হল। তখন লোকেরা বলতে লাগল তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে, সে নিজেকে হত্যা করেছে। যখন আমি ফিরলাম, আর লোকেরা বলাবলি করছিল যে, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে, তখন আমি নবী–এর নিকট এলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান। তাদের ধারনা, আমিরের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন, যে এমনটা বলেছে মিথ্যা বলেছে। কেননা, আমিরের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার। কারণ সে (সৎ কাজে) অতিশয় যত্নবান, (আল্লাহর রাস্তায়) মুজাহিদ। অন্য কোন প্রকার হত্যা এর চেয়ে অধিক পুরস্কারের অধিকারী করতে পরে না।

বুখারী-৪-৫২-২১০: শত্রুদের সাথে কোন এক মুখোমুখি যুদ্ধে মুহাম্মদ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন: হে লোক সকল! শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিরাপত্তার দুআ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত। তারপর মুহাম্মদ দুআ করলেন, হে আল্লাহ্! কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্যদলকে পরাজয় দানকারী, আপনি

কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।

বুখারী-৪-৫২-২৬৫: মুহাম্মদ আনসারীগণের এক দলকে আবু রাফে ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাত্রিকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে।

বুখারী-৪-৫২-২৮৬: মুহাম্মদের কোন এক সফরে মুশরিকদের একদল গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন মুহাম্মদ বললেন, ‘তাকে খুঁজে আনো এবং হত্যা কর।’ মুহাম্মদ তার মালপত্র হত্যাকারীকে দিয়ে দিলেন।

বুখারী-৮-৮২-৭৯৫: মুহাম্মদ উরাইনা গোত্রীয় লোকদের (হাত, পা) কাটলেন, অথচ তাদের ক্ষত স্থানে লোহা পুড়ে দাগ দেননি। অবশেষে তারা রক্তপাতে মারা গেল।

প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য যা খুশি করার অনুমতি দিয়েছেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ।

বুখারী-৫-৫৯-৪৪৯: মুহাম্মদ, হাসসান-কে বলেছেন: কবিতার মাধ্যমে তাদের (কাফেরদের) দোষত্রুটি বর্ণনা কর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা করার জবাব দাও। (তোমার সাহায্যার্থে) জিব্রাঈল তোমার সাথে থাকবেন। (অন্য এক সনদে) বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুহাম্মদ বনী কুরায়যার সাথে যুদ্ধ করার দিন হাসান ইবন আযিব-কে বলেছিলেন (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের দোষত্রুটি বর্ণনা কর। এ ব্যাপারে জিব্রাঈল তোমার সাথে থাকবেন।

মুসলিম-৩১-৬০৭৪: মুহাম্মদ, হাসসান ইবনে সাবিতকে নির্দেশ দিতে শুনেছি: তাদেরকে (কাফিরদেরকে) কবিতার মাধ্যমে বিদ্রূপ কর, জিব্রাঈল তোমার সাথে আছে।

বুখারী-৯-৯৩-৫৪৯: মুহাম্মদ বলেছেন: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যক্তি বের হয়, আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং তাঁর কলেমার বিশ্বাসই যদি তাকে বের করে থাকে, এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং যিম্মাদার হয়ে যান। হয়তো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, নয়তো যে স্থান থেকে সে বের হয়েছিল সাওয়াব কিংবা গনীমতসহ তাকে সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করাবেন।

এবার আসল কথা দিয়ে এ অধ্যায় শেষ করছি: দ্বীনের নবী মুস্তফায় রাস্তা দিয়া হাইটা যায়, বেহেস্ত খানি বান্ধা ছিলো তরবারীর ছায়ায়!

বুখারী-৪-৫২-৭৩: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমরা জেনে রাখো, তরবারীর ছায়ার নীচেই জান্নাত।

জিজিয়া ও যিম্মী

ইসলামী ভূখণ্ডে ইহুদী-খ্রিষ্টানকে অবশ্যই তাদের সকল আয়ের ৫০ ভাগ ইসলামী সরকারকে কর বা জিজিয়া হিসেবে দিতে হবে; মুহাম্মদ নিজে এ প্রথা প্রচলন করেছিলেন! জিজিয়া দেবার পরেও আপনার পরিচয় হবে যিম্মী (dhimmi - "protected person") হিসেবেই!

বুখারী-৪-৫৩-৩৮৮: জুরায়রিয়া ইবনে কুদামা তামীমী, উমর ইবনে খাত্তাব-কে বললেন: ‘হে আমিরুল মুমিনীন! আমাদের কিছু অসীয়্যাত করুন।’ তিনি বললেন, ‘আমি তোমাদের আল্লাহর অঙ্গীকার রক্ষার অসীয়্যাত করছি। কারণ এ হল তোমাদের নবীর অঙ্গীকার এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা।’

বুখারী-৪-৫৩-৩৮০: উমর ইবনে খাত্তাব, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে হিজায ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত করেন। আর মুহাম্মদ যখন খায়বার জয় করেন, তখন তিনিও ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জমীন বিজিত হওয়ার পর তা আল্লাহ, মুহাম্মদ ও মুসলিমগণের অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন ইয়াহুদীরা মুহাম্মদ-এর নিকট আবেদন করল, যেন তিনি তাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা কৃষি কাজ করবে এবং তাদের জন্য অর্ধেক ফসল থাকবে। তখন মুহাম্মদ বলেছিলেন, যতদিন আমরা চাই তোমাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। তারা এভাবে রয়ে গেল। অবশেষে উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর শাসনামলে তাদের তায়মা আরীহা নামক স্থানের দিকে নির্বাসিত করেন।

দাস-দাসী-কৃতদাস-বাঁদী

মুহাম্মদের জীবনের বড় অংশ জুড়ে ছিলো প্রায় ৬০ জন (৩৬ জন পুরুষ, ২৪ জন মহিলা) দাস-দাসীর শ্রম আর ঘামের গন্ধ! দাস-দাসী-মানুষ ক্রয়-বিক্রি ছিলো মুহাম্মদ এবং তার সাহাবীদের আয়ের খুব বড় একটি অংশ। হাদীসে তার স্পষ্ট হদিস পাওয়া যায়, এ অধ্যায়ে আমরা দাস-দাসীদের নিয়ে ইসলামের প্রথম পাঠ জেনে নিতে পারব অনায়াসে।

বুখারী-৭-৬২-১৩২: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীদেরকে গোলামের মতো প্রহার করো না। কেননা, দিনের শেষে তার সাথে তো মিলিত হবে।

মুসলিম-০১-০১৩১: মুহাম্মদ বলেছেন: যখন দাস পালিয়ে যায়, তখন তার নামাজ কবুল হয় না।

বুখারী-৩-৩৪-৩৬২: মুহাম্মদ বলেছেন: যদি বাঁদী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমানিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, আর তিরস্কার করবেনা। তারপর যদি আবার ব্যভিচার করে তাকে বেত্রাঘাত করবে, তিরস্কার করবেনা। এরপর যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দিবে, যদি পশমের রশির (সামান্য বস্তুর) বিনিময়েও হয়।

বুখারী-৩-৪৬-৭২৩: মুহাম্মদ বলেছেন: যে লোক তাঁর বাঁদীকে উত্তমরুপে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে আযাদ করে ও বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। আর যে গোলাম আল্লাহর হক আদায় করে এবং মনিবেরও হক আদায় করে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

বুখারী-৩-৪৮-৮২৭: উকবা ইবনে হারিস থেকে বর্ণিত যে: তিনি উম্মু ইয়াহইয়া বিনতে আবু ইহাবকে বিয়ে করলেন। তিন বলেন: তখন কালো বর্ণের এক দাসী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দুজনকে দুধপান করিয়েছি। সে কথা আমি মুহাম্মদ-এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি সরে গেলাম। পরে এসে বিষয়টি (আবার) তার কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি তখন বললেন, (এ বিয়ে হতে পারে) কী ভাবে? সে তো দাবী করছে যে, তোমাদের দুজনকেই সে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি তাকে (উকবাকে) তার (উম্মু ইহাবের) সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন।

বুখারী-৩-৩৬-৪৮৩: মুহাম্মদ দাসীদের দিয়ে অবৈধ উপার্জন (পতিতাবৃত্তি) নিষিদ্ধ করেছেন।

বুখারী-৩-৪৬-৭০২: ইবনে উমর থেকে বর্ণিত: তিনি শরীকী গোলাম বা বাঁদী সম্পর্কে ফাতওয়া দিতেন যে, শরীকী গোলাম শরীকদের কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তিনি বলতেন, সম্পূর্ণ গোলামটাই আযাদ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। যদি আযাদকারীর কাছে গোলামের মূল পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহলে সে অর্থ থেকে গোলামের নায্যমূল্য নির্ণয় করা হবে এবং শরীকদের তাদের প্রাপ্য হিস্যা পরিশোধ করা হবে, আর আযাদকৃত গোলাম পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে।

বুখারী-৩-৩৮-৫০০: ইবনে কাব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত: তার কতকগুলো ছাগল-ভেড়া ছিলো, যা সাল্‌ নামক স্থানে চড়ে বেড়াতো। একদিন আমাদের এক দাসী দেখল যে, আমাদের ছাগল-ভেড়ার মধ্যে একটি ছাগল মারা যাচ্ছে। তখন সে একটা পাথর ভেংগে তা দিয়ে ছাগলটাকে যবেহ করে দিলো। কাব তাদেরকে বলেন, তোমরা এটা খেয়ো না, যে পর্যন্ত না আমি মুহাম্মদ-কে জিজ্ঞাসা করে আসি অথবা কাউকে মুহাম্মদ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠাই। মুহাম্মদ তা খাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, এ কথাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগল যে, দাসী হয়েও সে ছাগলটাকে যবেহ করলো।

বুখারী-৩-৪৭-৭৪৩: এক মুহাজির মহিলার কাছে মুহাম্মদ লোক পাঠালেন। তাঁর এক গোলাম ছিল কাঠ মিস্ত্রী। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার গোলামকে বল, সে যেন আমাদের জন্য একটা কাঠের মিম্বার বানিয়ে দেয়। তিনি তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন। যে গিয়ে এক প্রকার গাছ কেটে এনে মিম্বার তৈরী করল। কাজ শেষ হলে তিনি মুহাম্মদ-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, গোলাম তার কাজ শেষ করেছে। তিনি বললেন, সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন লোকেরা সেটা নিয়ে এলো। মুহাম্মদ সেটা বহন করে সেখানে স্থাপন করলেন, যেখানে তোমরা (এখন) দেখতে পাচ্ছ।

বুখারী-৫-৫৮-২৬২: সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করলেন মুসআব ইবনে উমায়ের ও ইবনে উম্মে মাকতুম। তারা লোকদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আসলেন, বিলাল, সাদ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির এরপর উমর ইবনে খাত্তাব। তারপর মুহাম্মদ আগমন করলেন। তিনি বিশজন সাহাবীসহ মদীনায় আসলেন। তাঁর আগমনে মদীনাবাসী যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল সে পরিমান আনন্দ হতে কখনো দেখিনি। এমনকি দাসীগণও বলছিল নবী মুহাম্মদ শুভাগমন করেছেন।

বুখারী-৮-৭৩-২২৯: মুহাম্মদ এক সফরে ছিলেন। তাঁর আনজাশা নামে এক গোলাম ছিল। সে হুদী গান গেয়ে উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন: হে আনজাশা! তুমি ধীরে উট হাকাও, যেহেতু তুমি কাচপাত্র তুল্যদের (আরোহী) উট চালিয়ে যাচ্ছ। আবু কিলাবা বর্ণনা করেন, কাচপাত্র সদৃশ শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ মহিলাদের বুঝিয়েছেন।

আফ্রিকার ইথিউপিয়াকে তৎকালীন সময়ে বলা হতো **হাবাশা**, আর হাবাশার জনগণকে বলা হতো হাবশী; ইথিউপিয়ার মানুষেরা ছিলেন কালো বর্ণের; মুহাম্মদ কতখনি বর্ণবাদী মানসিকতার ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যাবে এবার।

বুখারী-১-১১-৬৬২: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমরা শোনো ও আনুগত্য প্রকাশ কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয় – যার মাথা কিসমিসের মতো।

বুখারী-২-২৬-৬৬১: মুহাম্মদ বলেছেন: হাবশার অধিবাসী পায়ের সরু নলা বিশিষ্ট লোকেরা কাবাঘর ধ্বংস করবে।

বুখারী-৯-৮৭-১৬৩: মুহাম্মদ বলেছেন: আমি স্বপ্নে দেখেছি। এলোমেলো চুল বিশিষ্ট একজন কালো মহিলা মদীনা থেকে বের হয়ে মাহাইয়া তথা জুহফা নামক স্থানে গিয়ে থেমেছে। আমি এর ব্যাখ্যা এরূপ দিলাম যে, মদীনার মহামারী তথায় স্থানান্তরিত হলো।

বুখারী-৪-৫২-৩০৯: রাফি ইবনে খাদীজ বলেছেন: আমরা আশা কিংবা আশংকা করি যে, আমরা আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখী হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যবেহ করব? মুহাম্মদ বললেন: যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং (যার যবেহকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে তা আহার কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিচ্ছি: তা এই যে, দাঁত হলো হাঁড় আর নখ হল হাবশীদের ছুড়ি।

নারী বৃত্তান্ত

ইসলাম নারীকে দিয়েছে পুরুষের সমান অধিকার, ইসলাম নারীকে করেছে মহান! মুহাম্মদ নারীকে কীভাবে দেখতেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে এ অধ্যায়ে! আমরা ইসলামে নারীর ভালো-মন্দ রূপরেখা পাবো মুহাম্মদের হাদীস থেকেই।

বুখারী-১-২-২৮: মুহাম্মদ বলেছেন: আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করে?' মুহাম্মদ বললেন: 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ভালোটা অস্বীকার করে।' তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ভালো করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, 'আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।'

বুখারী-১-৬-৩০১: একবার ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের জন্য মুহাম্মদ ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: হে মহিলা সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাক। কারন আমি দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক। তাঁরা আরয করলেন: কী কারনে, ইয়া রাসুলুল্লাহ্? তিনি বললেন: তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দিয়ে থাকো আর স্বামীর না-শোকরী করে থাক। বুদ্ধি ও দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখিনি। তাঁরা বললেন: আমাদের দ্বীন ও বুদ্ধির ত্রুটি কোথায়, ইয়া রাসুলুল্লাহ্? একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সাক্ষের অর্ধেক নয়? তাঁরা উত্তর দিলেন: 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির ত্রুটি। আর হায়য অবস্থায় তারা কি

সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে না? তাঁরা বললেন: 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের দ্বীনের ত্রুটি।

বুখারী-২-১৮-১৬১: মুহাম্মদ এর সময় সূর্যগ্রহণ হল। মুহাম্মদ তখন সালাত আদায় করেন এবং তিনি সুরা বাকারা পাঠ করতে যত সময় লাগে সে পরিমাণ দীর্ঘ কিয়াম করেন। এরপর দীর্ঘ রুকু করেন। তারপর মাথা তুলে পুনরায় দীর্ঘ কিয়াম করেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে তা প্রথম রুকুর চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি সিজদা করেন। আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কিয়ামের চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর আবার দীর্ঘ রুকু করেন, তবে তা আগের রুকুর চাইতে অল্পস্থায়ী ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কিয়াম অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। আবার তিনি দীর্ঘ রুকু করেন, তবে তা প্রথম রুকু অপেক্ষা অল্পস্থায়ী ছিল। এরপর তিনি সিজদা করেন এবং সালাত শেষ করেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারপর তিনি বললেন: নিঃসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমুহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এ দুটির গ্রহণ হয় না। কাজেই যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখনই আল্লাহ কে স্মরণ করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা থেকে কি যেন ধরেছেন, আবার দেখলাম, আপনি যেন পেছনে সরে এলেন। তিনি বললেন: আমি তো জান্নাত দেখছিলাম এবং একগুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলাম। আমি তা পেয়ে গেলে, দুনিয়া কায়িম থাকা পর্যন্ত অবশ্য তোমরা তা খেতে পারতে। এরপর আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রী লোক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কী কারণে? তিনি বললেন: তাদের কুফরীর কারণে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ভালোটা অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের

কারো প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, এরপর সে তোমার থেকে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা হলে বলে ফেলে, তোমার থেকে কখনো ভালো ব্যবহার পেলাম না।

ইসলামে যৌনতার ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই; নারী সবসময়ই থাকবে পুরুষের ইচ্ছাধীন। একই অপরাধে তার শাস্তিও হতে পারে ভিন্ন মাত্রার!

মুসলিম-০৮-৩৩৬৭: মুহাম্মদ বলেছেন: কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন। কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন বিছানায় আহ্বান করে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তষ্ট হয়, ততক্ষন আসমানবাসী তার প্রতি অসন্তষ্ট থাকে।

বুখারী-৩-৪৯-৮৬০: এক বেদুঈন এসে বলল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর কিতাব মোতাবেক আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন।' তখন তাঁর প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মোতাবেক ফয়সালা করুন।' পরে বেদুঈন বলল, 'আমার ছেলে এ লোকের বাড়ীতে মজুর ছিল। তারপর তার স্ত্রীর সাথে সে যিনা করে।' লোকেরা আমাকে বলল, 'তোমার ছেলের উপর রাজম (পাথর মেরে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে।' তখন আমি আমার ছেলেকে একশ বকরী এবং একটি বাদীর বিনিময়ে এর কাছ থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'তোমার ছেলের উপর একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে। সব শুনে মুহাম্মদ বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মোতাবেকই ফয়সালা করব। বাদী এবং বকরীপাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে।' আর অপরজনকে বললেন, 'হে উনাইস, তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে এবং তাকে রাজম (কোমড় পর্যন্ত

মাটিতে পুতে রেখে পাথর মেরে হত্যা) করবে।’ উনাইস তার কাছে গেলেন এবং তাকে রাজম করলেন।

নারী ইসলামের দৃষ্টিতে অপূর্ণ মানুষ, পুরুষ ছাড়া নারীর পূর্ণতা লাভ হয় না। নারী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যার মধ্যে ১ নং অবস্থানে থাকবে সবসময়ই! মুহাম্মদের নীতিবোধ অনুসারে - নারীকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করা যাবে!

বুখারী-২-২০-১৯২: মুহাম্মদ বলেছেন: কোন মহিলাই যেনো মাহরাম পুরুষকে সঙ্গে না নিয়ে তিন দিনের বেশী সফর না করে।

মুসলিম-৩১-৫৯৬৬: মুহাম্মদ বলেছেন: পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছেন, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মরিয়ম বিনতে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভ করেননি। আর অন্যান্য মাহিলাদের উপর আয়েশার ফযীলত অন্যান্য খাদ্যের উপর সারীদের ফযীলতের মত।

বুখারী-২-২০-১৯৪: মুহাম্মদ বলেছেন: যে মহিলা আল্লাহ্‌ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোন মাহ্‌রাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে এক দিন ও এক রাত্রির পথ সফর করা জায়িয নয়।

মুসলিম-৩৬-৬৬০৩: মুহাম্মদ বলেছেন: আমি আমার (ওফাতের) পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর বেশি ফিতনা রেখে যাইনি।

বুখারী-৬-৬০-৫১: ইহুদীরা বলতো যে: যদি কেউ স্ত্রীর পেছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা চোখের হয়। তখন (তাদের এ ধারণা রদ করে) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন কর এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত কর এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে তাঁর কাছে হাজির হতে হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (২:২২৩) আয়াত অবতীর্ণ হয়।

বুখারী-৩-৪৮-৮২৬: মুহাম্মদ বলেন: মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা (উপস্থিত মহিলারা) বলল: তাতো অবশ্যই অর্ধেক। মুহাম্মদ বলেন: এটা মহিলার জ্ঞানের ত্রুটির কারণে।

বুখারী-৭-৬২-৩১: মুহাম্মদ-এর নিকট লোকেরা অশুভ স্ত্রীলোক সম্পর্কে আলোচনা করলে তিনি বলেন, কোন কিছুর মধ্যে যদি অপয়া থাকে, তা হলো: বাড়ি-ঘর, স্ত্রীলোক এবং ঘোড়া।

বুখারী-৭-৬২-৩৩: মুহাম্মদ বলেন: পুরুষের ওপরে মেয়েলোকের অপেক্ষা অন্য কোন বড় ফিতনা আমি রেখে গেলাম না।

বুখারী-৭-৬২-১১৩: মুহাম্মদ বলেছেন: নারীরা হচ্ছে পাঁজরের হাড়ের ন্যায়। যদি তোমরা তাকে একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং, যদি তোমরা তাদের থেকে লাভবান হতে চাও, তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই লাভবান হতে হবে।

ইসলাম পুরুষকে দিয়েছে সামান্য অপরাধেও নারীকে প্রহারের অধিকার, ত্যাগ করার অধিকার, আর তা মুহাম্মদের হাদীস অনুসারে গ্রহণযোগ্যতা দাবি রাখে পূর্ণমাত্রায়।

বুখারী-৭-৬২-১৩৪: "কোন নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ অথবা উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে তারা উভয়ে আপোষ মীমাংসা করে নিলে তাতে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই। বস্তুতঃ আপোষ মীমাংসাই উত্তম। এবং লোভের কারণে স্বভাবতঃই মানুষের হৃদয় কৃপণ; এবং যদি তোমরা সৎ ব্যবহার কর ও সংযমী হও তাহলে তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ অভিজ্ঞ (৪:১২৮)" এই আয়াত প্রসঙ্গে আয়েশা বলেন: এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলার সম্পর্কে, যার স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে চায় না; বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে শাদী করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে: আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না

বরং অন্য মহিলাকে বিয়ে করে নাও এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ না-ও দিতে পার আর আমকে শয্যাসঙ্গিনী না-ও করতে পার। আল্লাহ্ তাআলার উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই এবং সন্ধি করা উত্তম।

বুখারী-৭-৭২-৭১৫: রিফাআ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। পরে আবদুর রহমান কুরাযী তাকে বিবাহ করে। ‘আয়েশা বলেন, তার গায়ে একটি সবুজ রঙ্গের উড়না ছিল। সে ‘আয়েশা-এর নিকট অভিযোগ করলেন এবং (স্বামী প্রহারের দরুন) নিজের গায়ের চামড়ার সবুজ বর্ণ দেখালো। মুহাম্মদ যখন এলেন, আর স্ত্রীলোকেরা একে অন্যের সহযোগিতা করে থাকে, তখন আয়েশা বললেন: কোন মুমিন মহিলাকে এমনভাবে প্রহার করতে আমি কখনও দেখিনি। মহিলাটির চামড়া তার কাপড়ের চেয়ে অধিক সবুজ হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন: ‘আবদুর রহমান শুনতে পেল যে, তার স্ত্রী মুহাম্মদ-এর কাছে এসেছে। সুতরাং সেও তার অন্য স্ত্রীর দুটি ছেলে সাথে করে এলো। স্ত্রীলোকটি বলল: আল্লাহর কসম! তার উপর আমার এ ছাড়া আর কোন অভিযোগ নেই যে, তার কাছে যা আছে, তা আমাকে এ জিনিসের চেয়ে বেশী তৃপ্তি দেয় না। এ বলে তার কাপড়ের আচল ধরে দেখাল। ‘আবদুর রহমান বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহ্! সে মিথ্যা বলছে, আমি তাকে ধোলাই করি চামড়া ধোলাই করার ন্যায়। অর্থাৎ (পূর্ণ শক্তির সাথে দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গম করি)। কিন্তু সে অবাধ্য স্ত্রী, রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চায়। মুহাম্মদ বললেন: ব্যাপার যদি তাই হয় তাহলে রিফাআ তোমার জন্য হালাল হবে না, অথবা তুমি তার যোগ্য হতে পার না, যতক্ষণ না আব্দুর রহমান তোমার সুধা আস্বাদন করবে। বর্ণনাকারী বলেন: মুহাম্মদ, আবদুর রহমানের সাথে তার পুত্রদ্বয়কে দেখে বললেন, এরা কি তোমার পুত্র? সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: এই আসল ব্যাপার, যে জন্যে স্ত্রীলোকটি এরূপ করছে। আল্লাহর কসম! কাকের সাথে কাকের যেমন সাদৃশ্য থাকে, তার চেয়েও অধিক মিল আছে ওদের সাথে এর (অর্থাৎ আব্দুর রহমানের সাথে তাঁর পুত্রদের)।

ইসলাম নারীর অধিকারের দিকে কতটা মানবিক (!), তার প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব হাদীসে। মুহাম্মদ যে কেবল একজন্য মরুদস্যু ছিলেন, তার জন্য অন্য কোনো প্রমাণ প্রয়োজন হতে পারে কেবল অন্ধ মুমিনদের জন্য। মুহাম্মদের মতে - নারী মানে শরীর, মানুষ নয়!

বুখারী-৫-৫৯-৪৫৯: ইবনে মুহায়রীয থেকে বর্ণিত: একদা আমি মসজিদে প্রবেশ করে আবু সাঈদ খুদরী-কে দেখতে পেয়ে তার কাছে গিয়ে বসলাম এবং তাকে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সাঈদ খুদরী বললেন, আমরা রাসুলুল্লাহ্-এর সংগে বানু মুসতালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। এ যুদ্ধে আরবের বহু বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। মহিলাদের প্রতি আমাদের মনে খায়েস হল এবং বিবাহ-শাদী ব্যতীত এবং স্ত্রীহীন আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাই আমরা আযল করা পছন্দ করলাম এবং তা করার মনস্থ করলাম। তখন আমরা বলাবলি করতে লাগলাম, রাসুলুল্লাহ্ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই আমরা আযল করতে যাচ্ছি। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন: এরুপ না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? জেনে রাখ, কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, ততগুলোর আগমন ঘটবেই।

বুখারী-৭-৬২-১২১: মুহাম্মদ বলেছেন: যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে একই বিছানায় শোয়ার জন্য ডাকে, আর তার স্ত্রী অস্বীকার করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ মহিলার ওপর লানত/অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।

বুখারী-৭-৬২-৫১: আবু জামরা থেকে বর্ণিত যে: আমি মহিলাদের মুতা বিবাহ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, তখন তিনি তার অনুমতি দেন। তাঁর আযাদকৃত গোলাম তাঁকে বললেন, যে এরূপ হুকুম অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা কি মহিলাদের কাছে পাওয়ার জন্য ছিল? তখন ইবনে আব্বাস বললেন: হ্যাঁ।

মুসলিম-০৮-৩২৪৮: জাবির ইবন আব্দুল্লাহ উমরা পালন করতে এলেন। তখন আমরা তাঁর আবাসে তাঁর নিকট গেলাম। লোকেরা তাঁর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে

জিজ্ঞেসা করল। অতঃপর তারা মুতা সম্পর্কে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসুলুল্লাহ-এর যুগে এবং আবু বকর ও উমর এর যুগে মুতা (অস্থায়ী বিবাহ) করেছি।

বুখারী-৭-৭২-৮১৫: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত: আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক সে সব নারীদের উপর যারা অঙ্গ-প্রতঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায়, আর সে সব নারীদের উপর যারা চুল, ভূরু উঠিয়ে ফেলে এবং সে সব নারীদের উপর যারা সৌন্দের্যের জন্যে সামনের দাত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। রাবী বলেন: আমি কেনো তার উপর লানত করবো না, যাকে নবী লানত করেছেন? আর আল্লাহর কিতাবে আছে: "রাসুল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক (৫৯:৭)"

বুখারী-৭-৬২-১৩৩: কোন এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে শাদী দিলেন। কিন্তু তার মাথার চুলগুলো উঠে যেতে লাগল। এরপর সে নবী-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলল: আমার স্বামী আমাকে বলেছে আমি যেন আমার মেয়ের মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করিয়ে দেই। তখন নবী বললেন: না তা করো না, কারন, আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের মহিলাদের ওপর লানত বর্ষণ করে থাকেন, যারা মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে।

বুখারী-৩-৩৮-৫০৮: মুহাম্মদ বলেন, হে উনাইস ইবনে যিহাক আসলামী; সে মহিলার কাছে যাও; যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।

বুখারী-৮-৮২-৮০৩: আলী জুমআর দিন জনৈকা মহিলাকে যখন রজম (যৌনতার দায়ে কোমড় পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর ছুড়ে হত্যা) করেন তখন বলেন, আমি তাকে রাসুলুল্লাহ এর সুন্নাত অনুযায়ী রজম করলাম।

যৌনতার খেড়োখাতা

মুহাম্মদ ছিলেন যৌনকাতর মানুষ! অদ্ভুত আচরণে মুহাম্মদ তার যৌনতাকে ভোগ করতেন। আগের অধ্যায়ে আমরা তার কিছু পরিচয় পেয়েছি, বাকীটুকু এ অধ্যায়ে বুঝতে পারবো অবশ্যই।

বুখারী-১-৪-১৪৩: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের কেউ তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বল, (আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং যা আমাদেরকে দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখো)- তারপর (এ মিলনের দ্বারা) তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মুসলিম-০২-৫৬৬: একবার এক ব্যক্তি আয়েশা-এর মেহমান হল। অতঃপর সকালে সে তার কাপড় ধুতে লাগল। তখন আয়েশা বললেন, তুমি যদি (কাপড়ে) তা (বীর্য) দেখতে পাও তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ তবে তার আশে পাশে পানি ছিটিয়ে দিবে। আমিতো রাসুলুল্লাহ-এর কাপড় থেকে তা নখ দিয়ে ভাল করে আচড়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে সালাত আদায় করতেন।

বুখারী-১-৫-২৮০: আবু তালহার স্ত্রী উম্মে সুলায়ম মুহাম্মদ-এর খিদমতে এসে বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ তাআলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। স্ত্রীলোকের ইহ্তিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে কি গোসল ফরয হবে? মুহাম্মদ বললেন: হ্যাঁ, যদি তারা বীর্য দেখে।

বুখারী-১-৫-২৯০: মুহাম্মদ বলেছেন: যখন কোনো পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গম করবে; ফরজ গোসল করা জরুরী।

মুসলিম-৩৭-৬৬৭৬: মুহাম্মদ-এর উম্মে ওয়ালাদের (প্রভূর সন্তান জন্মানো দাসী, এক্ষেত্রে 'মারিয়া কিবতিয়া') সাথে এক ব্যক্তির প্রতি অভিযোগ উত্থিাপিত হয়। তখন মুহাম্মদ, আলী-কে বললেন: যাও; তার গর্দান উড়িয়ে দাও। আলী তার নিকট গিয়ে দেখলেন, সে কুপের মধ্যে শরীর শীতল করছে। আলী তাকে বললেন: বেরিয়ে আসো। সে আলী-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। তিনি তাকে বের করলেন এবং দেখলেন, তার পূরুষাঙ্গ সমূলে কর্তিত, তার লিঙ্গ নেই। তখন আলী তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন। তারপর তিনি মুহাম্মদ-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সে তো লিঙ্গ কর্তিত-তার তো লিঙ্গ নেই।

মুসলিম-০৩-৬৮৪: মুহাজির ও আনসারদের একটি দল এ ব্যাপারে মতবিরোধ করল। আনসারগণ বলল: সবেগে অথবা স্বাভাবিক গতিতে নির্গত পানি (বীর্য) বের হওয়া ছাড়া গোসল ফরয হয় না। আর মুহাজিরগণ বলল: স্ত্রীর সঙ্গে শুধু মিললেই গোসল ফরয (বীর্য বের হোক বা না হোক)। আবু মুসা বললেন: আমি এ ব্যাপারে তোমাদেরকে শান্ত করছি। এরপর আমি উঠে গিয়ে আয়েশা-এর কাছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। আমি তাকে বললাম, মা! অথবা (তিনি বলেছিলেন) হে মুমিনদের মা! আমি আপনার কাছে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করছি। তিনি বললেন, তুমি তোমার গর্ভধারিনী মাকে যে ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারতে সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করো না। আমি তো তোমার মা। আমি বললাম, গোসল কিসে ফরয হয়? তিনি বললেন, জানা-শোনা লোকের কাছে তুমি প্রশ্ন করেছ। রাসুলুল্লাহ বলেছেন, যখন কোন পুরুষ স্ত্রীর চার হাত-পায়ের মাঝখানে বসবে এবং একের লজ্জাস্থান অপরের লজ্জা স্থানের সাথে স্পর্শ করবে তখন গোসল ফরয হবে।

বুখারী-৭-৬২-১৩৭: আমরা যুদ্ধকালীন সময় গনীমত হিসেবে কিছু দাসী পেয়েছিলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতাম। এরপর আমরা এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন: আরে! তোমার কি

এমন কাজও করো? একই প্রশ্ন তিনি তিনবার করলেন এবং পরে বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত যে রূহ পয়দা হবার, তা অবশ্যই পয়দা হবে।

বুখারী-৩-৪৮-৮১৭: মুহাম্মদ অবিবাহিত ব্যভিচারী সম্পর্কে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন।

বুখারী-৩-৪৯-৮৬০: এক বেদুঈন এসে বলল, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর কিতাব মোতাবেক আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিন।' তখন তাঁর প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, 'সে ঠিকই বলেছে, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মোতাবেক ফয়সালা করুন।' পরে বেদুঈন বলল, 'আমার ছেলে এ লোকের বাড়ীতে মজুর ছিল। তারপর তার স্ত্রীর সাথে সে যিনা করে।' লোকেরা আমাকে বলল, 'তোমার ছেলের উপর রাজম (পাথর মেরে হত্যা) ওয়াজিব হয়েছে।' তখন আমি আমার ছেলেকে একশ বকরী এবং একটি বাদীর বিনিময়ে এর কাছ থেকে মুক্ত করে এনেছি। পরে আমি আলিমদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললেন, 'তোমার ছেলের উপর একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে। সব শুনে মুহাম্মদ বললেন, 'আমি তোমাদের মাঝে কিতাবুল্লাহ মোতাবেকই ফয়সালা করব। বাদী এবং বকরীপাল তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তোমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাত সহ এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে।' আর অপরজনকে বললেন, 'হে উনাইস, তুমি আগামীকাল সকালে এ লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে এবং তাকে রাজম করবে।' উনাইস তার কাছে গেলেন এবং তাকে রাজম করলেন।

মুহাম্মদ কেবল একজন মানুষ ছিলেন, এটা প্রমাণ করার জন্য নিচের হাদীসই যথেষ্ট, যেখানে প্রকৃতির স্বাভাবিক খেয়ালে জন্মানো একজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মুহাম্মদের কাছ থেকে বেশী মনোযোগ এবং ভালবাসা পাবার কথা ছিলো; তার বদলে তিনি তাদের গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতেন! হায় রে প্রেমের নবী!

বুখারী-৭-৭২-৭৭৪: মুহাম্মদ, পুরুষ হিজড়াদের উপর এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদের উপর লানত করেছেন। তিনি বলেছেন: ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস বলেছেন: মুহাম্মদ অমুককে ঘর থেকে বের করেছেন এবং উমর অমুককে বের করে দিয়েছেন।

নারী শরীরের ভালোলাগা বলে কিছু নেই মুহাম্মদের দৃষ্টিতে, কেবল কাম আর কাজের বস্তু হচ্ছে নারী!

বুখারী-৪-৫৪-৪৬০: মুহাম্মদ বলেছেন: কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকেন আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্ষোভ নিয়ে রাত যাপন করে, তবে ফিরিশতাগণ এমন স্ত্রীর উপর ভোর পর্যন্ত লানত দিতে থাকে।

মুসলিম-০৮-৩৩৬৫: মুহাম্মদ বলেছেন: স্বামী ইচ্ছে করলে উপুড় করে, ইচ্ছা করলে উপুড় না করে, তবে তা একই দ্বারে (যোনী) হতে হবে।

মুসলিম-০৮-৩৪৩২: মুহাম্মদ হুনায়নের যুদ্ধের সময় একটি দল আওতাসের দিকে পাঠান। তারা শত্রুদলের মুখোমুখি হয়েও তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে এবং তাদের অনেক কয়েদী তাদের হস্তগত হয়। এদের মধ্য থেকে দাসীদের সাথে সহবাস করা রাসুলুল্লাহ-এর কয়েকজন সাহাবী যেন না জায়িয মনে করলেন, তাদের মুশরিক স্বামী বর্তমান থাকার কারণে। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন: 'নারীদের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নারীগণও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, কিন্তু তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের বাদে (৪:২৪)', অর্থাৎ তারা তোমাদের জন্য হালাল, যখন তারা তাদের ইদ্দত (মাসিকচক্র) পূর্ন করে নিবে।

ধর্মত্যাগী-নাস্তিক-ধর্মদ্রোহী

বাংলাদেশে এইযে ব্লগার হত্যা, নাস্তিক নিধন, চাপাতীর নিচে কল্লা কর্তন চলে, তার শিক্ষা এসেছে মুহাম্মদের হাদীস থেকেই! একবার ইসলাম ত্যাগ করলে আপনাকে হত্যা না করা মহাপাপ, আপনার রক্তেই ঠান্ডা হয় মুহাম্মদ ও তার আল্লাহ নামের কাঠপুতুলের কলিজা! মুহাম্মদের পরিস্কার নির্দেশ: যে কেউ তার দ্বীন (ইসলাম) বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।

বুখারী-২-২৩-৪৮৩: মুহাম্মদ-এর ওফাতের পর আবু বকর-এর খিলাফতকালে আরবের কিছু সংখ্যক লোক মুরতাদ হয়ে যায়। তখন 'উমর (আবু বকর-কে লক্ষ্য করে) বললেন: আপনি (সে সব) লোকদের বিরূদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন (যারা সম্পূর্ণ ধর্ম ত্যাগ করেনি বরং যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে মাত্র)? অথচ রাসুলাল্লাহ ইরশাদ করেছেন: লা ইলাহা ইলল্লাহু বলার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, যে কেউ তা বলল, সে তার সম্পদ ও জীবন আমার পক্ষ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের বিধান লংঘন করলে (শাস্তি দেওয়া যাবে), আর অন্তরের গভীরে (হৃদয়াভ্যন্তরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে এর) হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়। আবু বকর বললেন: আল্লাহর কসম, তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয় আমি যুদ্ধ করবো যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, কেননা যাকাত হল সম্পদের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকার করে যা রাসূলাল্লাহ-এর কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। 'উমর বলেন: আল্লাহর কসম, আল্লাহ আবু বকর-এর হৃদয় বিশেষ

জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তাঁর এই দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।

বুখারী-৯-৮৩-১৭: মুহাম্মদ বলেছেন: কোনো মুসলিম ব্যক্তি যিনি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। তিন-তিনটি কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) প্রাণের বদলে প্রাণ। বিবাহিত ব্যভিচারী। আর আপন দ্বীন পরিত্যাগকারী মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।

বুখারী-৯-৮৪-৫৭: আলী-এর নিকট একদল যিন্দীককে (নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী) আনা হল। তিনি তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। এ ঘটনা ইবনে আব্বাস- এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি হলে কিন্তু তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতাম না। কেননা, রাসুলুল্লাহ–এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তি দ্বারা শাস্তি দিও না। বরং আমি তাদেকে হত্যা করতাম। কেননা, রাসুলুল্লাহ–এর নির্দেশ রয়েছে, যে কেউ তার দ্বীন বদলে ফেলে তাকে তোমরা হত্যা কর।

বুখারী-৯-৮৪-৬৪: আলী বলেছেন: আমি যখন তোমাদেরকে রাসুলুল্লাহ–এর কোন হাদীস বর্ণনা করি 'আল্লাহর কসম'! তখন তাঁর উপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখাতে হবে যে, যুদ্ধ একটি কৌশল। আমি রাসুলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে। অথচ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কিয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে।

বুখারী-৮-৮২-৭৯৭: উকল গোত্রের একদল (অথবা উরাইনা গোত্রের; আমার জানামতে তিনি উকলা গোত্রেরই বলেছেন) মদীনায় এলো, তখন নবী তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের কাছে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। তাদেরকে আরো নির্দেশ করলেন

যেন তারা সেসব উটের কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করে। তারা তা পান করল। অবশেষে যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল, তখন রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। ভোরে নবী-এর কাছে এ সংবাদ পৌছাল। তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রৌদ্র চড়ার আগেই তাদেরকে নিয়ে আসা হল। তাদের সম্পর্কে তিনি নির্দেশ করলেন, তাদের হাত-পা কাটা হল। তারা পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পান করানো হলোনা। আবু কিলাবা বলেন: ঐ লোকগুলো এমন একটি দল যারা চুরি করেছিল, হত্যাও করেছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো।

বুখারী-৯-৮৯-২৭১: এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করার পর পূনরায় ঈহুদী ধর্ম অবলম্বন করে। তার কাছে হযরত মুআয ইবন যাবাল এলেন। তখন সে লোকটি আবু মুসা-এর কাছে ছিল। তিনি (মুআয) জিজ্ঞাসা করলেন, এর কি হয়েছে? তিনি বললেন: ইসলাম গ্রহন করেছিল। অতঃপর ঈহুদী হয়ে গেছে। হযরত মুআয বললেন: একে হত্যা না করে আমি বসবো না। মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের বিধান (এটাই)।

শয়তান-সংস্কার-কুসংস্কার

মুহাম্মদ কতটা জ্ঞানী এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন তার পরিচয় মিলবে এ অধ্যায়ে! যিনি মানুষের দৃষ্টিকে বদ নজর হিসেবে দেখেন, যিনি মনে করেন শয়তান কানের ভেতর মুত্রত্যাগ করে, যে নবী মনে করেন গোবর আর হাঁড় জ্বীন নামের এক কল্পনার প্রাণীর(!) খাদ্য! তাকে যেসব মানুষ অনুকরণীয় মনে করেন, তাদের জন্য একরাশ দুঃখ ছাড়া আমাদের আর করার কী থাকতে পারে! আর হ্যাঁ সন্ধ্যায় কিন্তু বের হবেন না, আল্লামা শয়তান শিকারে থাকেন তখন!

বুখারী-৭-৭১-৬৩৬: মুহাম্মদ বলেছেন: বদ নজর লাগা সত্য। আর তিনি উলকী আঁকতে (খোদাই করতে) নিষেধ করেছেন।

মুসলিম-২৩-৫০৪৬: মুহাম্মদ বলেছেন: শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়। এমনকি তোমাদের কারো আহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের কারো যদি লোকমা পড়ে যায়, সে যেন লেগে যাওয়া ময়লা দুর করে তা খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। অতঃপর সম্পূর্ন আহার শেষ করবে। (আহার শেষে) সে যেন তার আঙ্গুল গুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত আছে।

মুসলিম-২৪-৫২৭৯: মুহাম্মদ বলেছেন: ঘন্টা শয়তানের বাঁশি।

বুখারী-৪-৫৪-৪৯২: মুহাম্মদ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো, যে সারা রাত এমনকি ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল। তখন তিনি বললেন, সে এমন ব্যক্তি যার উভয় কানে অথবা তিনি বললেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

বুখারী-৪-৫৪-৫০০: মুহাম্মদ বলেছেন: ‘সূর্যাস্তের পরপরই যখন রাত শুরু হয় অথবা যখন রাতের অন্ধকার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে

আটকে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের কিছু অংশ চলে যাবে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার আর তুমি তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। তোমার বাসন পত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হলেও তার উপর দিয়ে রেখে দাও।'

বুখারী-৪-৫৪-৫০৯: মুহাম্মদ বলেছেন: হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব দমন করবে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' বলে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

বুখারী-৭-৬৯-৫২৭: মুহাম্মদ বলেছেন: যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আটকিয়ে রাখবে। কেননা এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দড়জা বন্ধ করবে। কেননা, শয়তান বন্ধ দড়জা খুলতে পারে না। আর তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করে দেবে এবং আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে কমপক্ষে পাত্রগুলোর উপর কোন জিনিস আড়াআড়িভাবে রেখে হলেও। আর (শয়নকালে) তোমরা তোমাদের চেড়াগগুলো নিভিয়ে দেবে।

বুখারী-৪-৫৪-৫৩৩: মুহাম্মদ বলেছেন: 'তোমরা পাত্রগুলো ডেকে রেখো, পান-পাত্রগুলো বন্ধ করে রেখো, ঘরে দরজাগুলো বন্ধ করে রেখে সাঝের বেলায় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরে আটকিয়ে রেখো। কেননা এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছুকে দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতিগুলো নিভিয়ে দিবে। কেননা অনেক সময় ছোট ছোট অনিষ্টকারী ইঁদুর প্রজ্বলিত সলতেযুক্ত বাতি টেনে নিয়ে যায় এবং গৃহবাসীকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।'

বুখারী-৫-৫৮-১৯৯: আবদুর রাহমান বলেন: আমি মাসরূক-কে জিজ্ঞাসা করলাম; যে রাতে জ্বিনরা মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করেছিলো, ঐ রাতে নবী করীম-কে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সংবাদটি কে দিয়েছিল? তিনি বলেন, তোমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ আমাকে বলেছেন যে, তাদের উপস্থিতির সংবাদ একটি বৃক্ষ দিয়েছিল।

বুখারী-৫-৫৮-২০০: মুহাম্মদ অজু ও ইস্তিনজার (মলত্যাগের পর পায়ুপথ পরিস্কার) কাজে ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র বহন করে পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাকিয়ে বললেন, কে? আমি বললাম: আমি আবু হুরায়রা। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালাশ করে দাও। আমি উহা দ্বারা ইস্তিনজা করবো। তবে, হাঁড় এবং গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর নিকটে রেখে দিলাম এবং আমি তথা হতে কিছুটা দূরে সরে গেলাম। তিনি যখন ইস্তিনজা থেকে অবসর হলেন, তখন আমি অগ্রসর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁড় ও গোবর এর বিষয় কি? তিনি বললেন এগুলো জ্বিনের খাদ্য। আমার নিকট নাসীবীন নামক জায়গা থেকে জ্বিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিলো, তারা উত্তম জ্বিন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের প্রার্থনা জানালো; তখন আমি আল্লাহর নিকট দুআ করলাম যে, যখন কোন হাঁড় বা গোবর (তাদের) হস্তগত হয় তখন যেন উহাতে তাদের খাদ্যদ্রব্য পায়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান-মহাজ্ঞান

পৃথিবীর একমাত্র মহাবিজ্ঞানী ছিলেন ইসলামের নবী মুহাম্মদ, তিনি নিজে সূর্যকে আরশের নিকট সেজদা করতে দেখছেন, তারপরও বদমাইশ নাস্তিকগুলা প্রমান চায়; সকলের কল্লা ফালাইয়া দেওয়া উচিত! মুহাম্মদ ছিলেন মাছি-কালোজিরা বিজ্ঞানী, কাফেরগুলা সব ঔষধ আবিস্কার করতাছে কালোজিরা খাইয়া খাইয়া, তাও নাস্তিকগুলোর হুশ হয়না!

বুখারী-৪-৫৪-৪২১: মুহাম্মদ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আবু যার-কে বললেন, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: তা যেতে যেতে আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। এরপর সে পুনঃ উদিত হওয়ার অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। আর অচিরেই এমন সময় আসবে যে, সিজদা করবে তা কবুল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে বলা হবে যে পথে এসেছ, সে পথে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে--এটাই মর্ম হল আল্লাহ তাআলার বাণীঃ এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৬:৩৮)

বুখারী-৯-৯৩-৪৭৬: মুহাম্মদ বলেছেন: গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (১) মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৪) কে কোন ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। (৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই জানে না কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

বুখারী-৮-৭৪-২৪৬: মুহাম্মদ বলেছেন: আল্লাহ তাআলা আদম-কে তাঁর যথাযথ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন: তুমি যাও। উপবিষ্ট ফিরিশতাদের এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগ সহকারে শুনবে তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়? কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়্যা) তাই তিনি গিয়ে বললেন: 'আসসালামু আলাইকুম'। তারা জবাবে বললেন: 'আসসালামু আলাইকা ওয়া রাসূলুল্লাহ'। তারা বাড়িয়ে বললেন: 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নবী আরো বললেন: যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে আসছে।

বুখারী-৪-৫৫-৫৪৯: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান স্বীয় মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা রাখা হয়। এরপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা আলাকারুপে (রক্তপিণ্ড) পরিণত হয়। তারপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা গোস্তের টুকরার রূপ লাভ করে। এরপর আল্লাহ্ তার কাছে চারটি বিষয়ের নির্দেশ নিয়ে একজন ফিরিশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিজিক এবং সে কি পাপি হবে না পুণ্যবান হবে, এসব লিখে দেন। তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়। (ভুমিষ্টের পর) এক ব্যাক্তি একজন জাহান্নামীর আমলের ন্যায় আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহান্নামীদের মধ্যে এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়, এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যাক্তি (প্রথম হতেই) জান্নাতবাসীদের আমলের অনুরুপ আমল করতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়। এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামীদের আমলের অনুরূপ আমল করে থাকে এবং পরিণতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।

বুখারী-৪-৫৫-৫৪৬: মুহাম্মদ-এর মদীনায় আগমনের খবর পৌঁছল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর কাছে আসলেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমি

আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেও অবগত নয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন কি? আর সর্বপ্রথম খাবার কি, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কি কারণে সন্তান তার পিতার সাদৃশ্য লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের সাদৃশ্য হয়? তখন মুহাম্মদ বললেন, এইমাত্র জিব্রাঈল আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ বললেন, সে তো ফিরিস্তাগণের মধ্যে ঈহুদীদের শত্রু। মুহাম্মদ বললেন: কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন হলো আগুন যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য এই যে পুরুষ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্যের পূর্বে স্খলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে।

বুখারী-৪-৫৪-৪৮৩: আবু জামরা যুবায়ী থেকে বর্ণিত: আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস-এর কাছে বসতাম। একবার আমি জ্বরে আক্রন্ত হই। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তোমার গায়ের জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর।' কেননা, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, এটা দোযখের উত্তাপ থেকেই হয়ে থাকে। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠান্ডা করো, অথবা বলেছেন যমযমের পানি দ্বারা ঠান্ডা করো।

বুখারী-৭-৬৭-৪৪৬: একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছিল। তখন মুহাম্মদ-এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: ইঁদুরটি এবং তার আশ-পাশের অংশ ফেলে দাও; এরপর তা খাও।

বুখারী-৭-৭১-৬৭৩: মুহাম্মদ বলেছেন: যখন তোমাদের কারো কোনো খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিবে, তারপরে ফেলে দিবে। কারণ, তার এক ডানায় থাকে ঔষধ, আর অন্য ডানায় থাকে রোগ জীবানু।

বুখারী-৭-৭১-৫৯১: আমরা (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে) বের হলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন গালিব ইবনে আবজার। তিনি পথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এরপর আমরা মদীনায় আসলাম তখনও তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাকে দেখাশুনা করতে আসের ইবনে

‘আতীক। তিনি আমাদের বললেন: তোমরা এই কালো জিরা সঙ্গে রেখো। এ থেকে পাচটি কিংবা সাতটি দানা নিয়ে পিষে ফেলবে। তারপর তন্মধ্যে বায়তুনের কয়েক ফোটা তৈল ঢেলে দিয়ে তার নাকের এদিক-ওদিকের ছিদ্র পথে ফোটা ফোটা করে ঢুকিয়ে দিবে। কেননা, আয়েশা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী-কে বলতে শুনেছেন: এই কালো জিরা ‘সাম’ ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। আমি বললাম: ‘সাম’ কী জিনিস? তিনি বললেনঃ ‘সাম’ অর্থ মৃত্যু।

বুখারী-৭-৭১-৫৯২: মুহাম্মদ বলেছেন: কালো জিরা ‘সাম’ ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। ইবনে শিহাব বলেছেন: আর ‘সাম’ অর্থ হল মৃত্যু।

বুখারী-৭-৭১-৬১১: উম্মে কায়স থেকে বর্ণিত: আমি আমার এক পুত্র সন্তানকে নবী-এর নিকট নিয়ে গেলাম। ছেলেটির আলাজিহবা ফোলার কারণে আমি তা দাবিয়ে দিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন: এ ধরণের রোগ ব্যাধি দমনে তোমরা নিজেদের সন্তানদের কেনো কষ্ট দিয়ে থাক? তোমরা ভারতীয় চন্দন কাঠ ব্যবহার কর। কেননা, তাতে সাত ধরণের নিরাময় বিদ্যমান। তন্মধ্যে আছে পাজরের ব্যথা। আলা জিহবা ফোলার কারণে এটির ধোয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়া যায়। পাজরের ব্যথার রোগীকে তা সেবন করান যায়।

বুখারী-৭-৭১-৬১৪: এক ব্যক্তি মুহাম্মদ-এর কাছে এসে বলল যে, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। মুহাম্মদ বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে তাকে মধু সেবন করালো। এরপর বলল: আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু পীড়া আরো বেড়ে চলছে। তিনি বললেন: আল্লাহ সত্য বলেছেন, কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট অসত্য বলেছে।

শরীরবিদ্যার জারিজুরি

মুহাম্মদ শিক্ষা দিয়েছেন বা'হাত দিয়ে হাগুর রাস্তা পরিস্কার করতে, খুব ভালো কথা; কিন্তু জন্মসুত্রে যে বা'হাতি তার ব্যাপারে কী বিধান? এছাড়াও তিনি ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ধরতে মানা করেছেন! কিন্তু কেনো?

মুসলিম-০২-৫০৪: সালমান থেকে বর্ণিত: একবার তাঁকে বলা হলো, তোমাদের নবী তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব পায়খানার পদ্ধতিও! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে পায়খানার বা পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন, ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা করতে, তিনটি টিলার কম দিয়ে ইসতিনজা করতে এবং গোবর বা হাড় দিয়ে ইসতিনজা করতে।

বুখারী-১-৪-১৪৬: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন প্রকৃতির ডাকে যায়, তখন সে যেন কিবলার দিকে মুখ না করে এবং তার পিঠও না করে, বরং তোমরা পূর্ব দিক এবং পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।

বুখারী-১-৮-৩৮৮: মুহাম্মদ বলেছেন: যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠ ও দিবে না, বরং তোমরা পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবু আয়্যুব আনসারী বলেন: আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

বুখারী-১-৪-১৪৭: লোকে বলে মল-মুত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দেকে মুখ করে বসবে না। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন: 'আমি

এক দিন আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠলাম। তারপর রাসুলুল্লাহ কে দেখলাম বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দুই ইটের উপর তাঁর প্রয়োজনে বসেছেন।

বুখারী-১-৪-১৫৬: তোমাদের কেউ যখন পস্রাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত তার পুরূষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে।

মুসলিম-০৩-৭২৯: মুহাম্মদ শৌচাগারে প্রবেশ করার সময় বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুষ্ট পুরুষ জিন ও নারী জিন থেকে পানাহ চাচ্ছি।

বুখারী-১-৪-১৬৩: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উযু করে তখন সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে ইসতিনজা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন উযুর পানিতে হাত ঢুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।

বুখারী-১-৪-১৩৭: মুহাম্মদ বলেছেন: যে ব্যক্তির হাদস হয় তাঁর সালাত কবুল হবে না, যতক্ষন না সে উযু করে। হাযরা-মাওতের এক ব্যক্তি বলেন, ‘হে আবু হুরায়রা! হাদস কী?’ তিনি বলেন, ‘নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া।’

বুখারী-১-৪-১৩৯: মুহাম্মদ-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন নামাজের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মদ বললেন: সে যেন নামাজ থেকে ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা গন্ধ পায়।

বুখারী-১-৮-৪৩৬: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের কেউ মসজিদে সালাতের পর থেকে বায়ু ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে সে সালাত আদায় করেছ সেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতারা তার জন্যে দোয়া করতে থাকেন। তাঁরা বলেন: হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন! হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন।

বুখারী-১-৮-৪০৪: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের কেউ যেনো তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে; বরং তার বাঁয়ে বা পায়ের নীচে ফেলে।

প্রাণীত্বত্ত্ব-হোমিওপ্যাথী

সাত সংখ্যার প্রতি নবী মুহাম্মদের ছিলো প্রবল প্রেম! কাবায় সাত পাঁক, সাতবার পাহাড়ে দৌড়ানো! ৭-৭০-৭লাখ-৭০লাখ... সব হচ্ছে হোমিওপ্যাথীর মত; ঔষধ ছাড়াই পাওয়ার বাড়তে থাকে! ও হ্যাঁ তার পোলা-মাইয়া ছিলো ৭টা! তিনি নবাব চরিত্রের বিড়াল পুষতেন কিন্তু কুকুরের মত প্রভুভক্ত প্রাণী ছিলো তার দু-চোক্ষের বিষ! সাপ, গিরগিটি নিয়েও কুসংস্কার ছিলো দ্বীনের নবী মুস্তফার!

বুখারী-১-৪-১৭৩: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর পান করে তবে তা সাতবার ধুইবে।

বুখারী-৩-৩৯-৫১৫: মুহাম্মদ বলেছেন: যে ব্যক্তি শস্য খেতের পাহারা কিংবা হিফাযতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমান কমতে থাকবে।

বুখারী-৭-৬৭-৩৮৯: মুহাম্মদ বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন কুকুর লালন পালন করে যেটি পশু রক্ষার জন্যও নয় কিংবা শিকারের জন্যও নয়; তার আমল থেকে প্রত্যেহ দুই কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে।

বুখারী-১-৯-৪৯০: আয়িশা থেকে বর্ণিত: একবার তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হল। লোকেরা বললো: কুকুর, গাধা ও মহিলা সালাত নষ্ট করে দেয়। আয়িশা বললেন: তোমরা আমাদের কুকুরের সমান করে দিয়েছো! আমি নবীকে দেখেছি, সালাত আদায় করেছেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে চৌকির উপর কাত হয়ে শুয়ে থাকতাম। কোনো কোনো সময় আমার বের

হওয়ার দরকার হতো এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপছন্দ করতাম। এজন্যে আমি চুপি চুপি সরে পড়তাম।

মুসলিম-০৪-১০৩২: মুহাম্মদ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, সে যেন হাওদার খুটির ন্যায় একটি কাঠি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সে যদি তার সামনে হাওদার পিছনের খুটির ন্যায় একটি কাঠি দাঁড় করিয়ে না দেয়- এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে গাধা, স্ত্রীলোক এবং কালো কুকুর যাতায়াত করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (আবদুল্লাহ ইবনে সামিত বলেন): আমি বললাম: হে আবু যার! কালো কুকুরের কি অপরাধ, অথচ লাল ও হলুদ বর্ণের কুকুরও তো রয়েছে। তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করেছ, আমিও রাসুলুল্লাহুকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছেন: কালো কুকুর হল একটি শয়তান।

মুসলিম-১০-৩৮১৩: মুহাম্মদ কুকুর হত্যা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। অতঃপর কোনো বেদুঈন নারী কুকুরসহ আগমণ করলে আমরা তাও হত্যা করে ফেলতাম। পরে নবী তা হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, চোখের উপর সাদা দুই টিকা বিশিষ্ট ঘন কৃষ্ণ বর্ণের কুকুর তোমরা হত্যা কর কেননা উহা হল শয়তান।

বুখারী-৩-৩৪-৪৩৯: মুহাম্মদ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গনকের পারিতোষিক (গ্রহন করা) থেকে নিষেধ করেছেন।

বুখারী-৪-৫৪-৫১৮: মুহাম্মদকে মিম্বারের উপর ভাষণ দান কালে বলতে শুনেছেন, ‘সাপ মেরে ফেলো। বিশেষ করে মেরে ফেলো ঐ সাপ, যার মাথার উপর দুটো রেখা আছে এবং লেজ কাটা সাপ। কেননা, এ দুপ্রকারে সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় ও গর্ভপাত ঘটায়।

বুখারী-৪-৫৪-৫২৭: মুহাম্মদ বলেছেন: পিঠে দুটি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপকে মেরে ফেলো, কেননা এ জাতীয় সাপ দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করে আর গর্ভপাত ঘটায়।

বুখারী-৪-৫৪-৫২৯: ইবনে উমর প্রথমে সাপ মেরে ফেলতেন। পরে মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, নবী একবার তাঁর একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন।

তাতে তিন সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি বললেন, দেখো! কোথায় সাপ আছে? লোকেরা দেখলো (এবং তাঁকে জানাল) তিনি বললেন, একে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মেরে ফেলতাম। এরপর আবু লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন, নবী বলেছেন, পিঠের উপর দুটি রেখা বিশিষ্ট এবং লেজকাটা সাপ ব্যতীত অন্য কোন সাপকে তোমরা মেরো না। কেননা এগুলো গর্ভপাত ঘটায় এবং চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়, তাই এ জাতীয় সাপ মেরে ফেল।

বুখারী-৪-৫৫-৫৭৯: মুহাম্মদ গিরগিটি বা কাকলাশ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন: ইব্রাহীম যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তাতে এ গিরগিটি ফুঁ দিয়েছিল।

বুখারী-৩-৩৬-৪৮৪: মুহাম্মদ পশুকে (বাচ্চা জন্মের জন্য) পাল দেওয়ানো বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

বুখারী-৩-২৯-৫৪: মুহাম্মদ বলেছেন: পাঁচ প্রকার প্রানী হত্যা করাতে তাঁর (মুসলিমের) কোনো দোষ নেই, যেমন: কাক, চিল, ইদুর, বিচ্ছু ও পাগলা কুকুর।

মুসলিম-২০-৪৬২১: মুহাম্মদ বলেছেন: বরকত রয়েছে ঘোড়ার ললাটে।

মুসলিম-৩৫-৬৫৮১: মুহাম্মদ বলেছেন: যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাইবে। কেননা সে ফিরিশতা দেখে থাকে। আর যখন তোমরা গাধার বিকট আওয়াজ শুনতে পাবে তখন আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহ চাইবে। কেননা সে শয়তান দেখে থাকে।

চারুকলা

সংস্কৃতি মানুষের মানবীয় গুনকে বিকশিত করে, একজন মরুদস্যুর পক্ষে কখনো তা বোঝা সম্ভব নয়! আমরা এই ঘৃণা আর অমানবিকতার আভাস দিয়ে শেষ করছি তথাকথিত মহা-মানবের (!) জীবন-চরিতের প্রথম পাঠ! আশাকরছি পরের খণ্ডে থাকবে আরও অনেক অনেক চমক!

বুখারী-৭-৭২-৮৪৩: জিব্রাঈল (একবার) মুহাম্মদের-এর নিকট (আগমনের) ওয়াদা করেন। কিন্তু তিনি আসতে দেরী করেন। এতে নবী-এর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এরপর নবী বের হয়ে পড়লেন। তখন জিব্রাঈলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। তিনি যে মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন সে বিষয়ে তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন জিব্রাঈল বললেন: যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা কখনো প্রবেশ করি না।

বুখারী-৮-৭৩-১৩০: আয়েশা থেকে বর্ণিত: একবার নবী আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে ছবি ছিলো। তা দেখে নবী-এর চেহারার রং বদলিয়ে গেল। এরপর তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। আয়েশা বলেন, নবী লোকদের মধ্যে বললেন: কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ঐসব লোকদের যারা এ সকল ছবি আঁকে।

বুখারী-৪-৫৪-৪৪৭: আয়েশা থেকে বর্ণিত: আমি নবী-এর জন্য প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি বালিশ তৈরি করেছিলাম। যেন তা একটি ছোট গদী। এরপর তিনি এসে দু'দরজার মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ আমার কি অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন: এ বালিশটি কেন? আমি বললাম, এ বালিশটি আপনার, এর উপর ঠেস দিয়ে বসতে পারেন আমি সে জন্য তৈরি করেছি। নবী বললেন, (হে আয়িশা, তুমি কি জান না?) যে ঘরে

প্রাণীর ছবি থাকে, সেখানে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করেন না? আর যে ব্যক্তি প্রাণীর ছবি আঁকে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে? তাকে (আল্লাহ্) বলবেন, 'তুমি যে প্রাণীর ছবি বানিয়েছো, এখন তাকে প্রাণ দান কর।'

বুখারী-৩-৩৪-৪২৮: সাঈদ ইবনে আবুল হাসান সূত্রে বর্নিত: আমি ইবনে আব্বাস এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আব্বাস, আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার জীবিকা হস্তশিল্পে। আমি এ সব ছবি তৈরি করি। ইবনে আব্বাস তাকে বলেন, (এ বিষয়ে) রাসুলূল্লাহ-কে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাবো। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরি করে মহান আল্লাহ্ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষন না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবেনা। (একথা শুনে) লোকটি ভীষনভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এতে ইবনে আব্বাস বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ না-ই ছাড়তে পারো, তবে এ গাছ-পালা এবং যে সকল জিনিসে প্রাণ নেই, তা তৈরি করতে পারো।

হাদীসের দ্বিতীয় পাঠের আগে

ইবুকটির শেষ অধ্যায়ের পর একথা বললে হয়ত বেশী বলা হবে না, মুহাম্মদ একজন মধ্যম মানের নীতিবোধ সম্পন্ন মরুদস্যু ছিলেন, তার অনুসারীদের জন্য তার যতটা প্রেম এবং যত্ন ছিলো, ঠিক ততটাই বিপরীত ছিলেন তিনি অমুসলিম এবং মুশরিকদের বেলায়! এটি অনেকটা এমন; একজন সিরিয়াল কিলারও তার পরিবারের সদস্য-সন্তান-অনুসারীদের ভালোবাসে, কিন্তু তা দিয়ে তার মানবিকতার পরিচয় দেওয়া হয়না!

মুহাম্মদ হয়ত নারী-দাস-নীতিবোধগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার সময়কে কিছুটা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, তবে তা সময়ের কালক্রমে বাতিল হয়ে গেছে হাজার বছর আগেই; আর আগামী খণ্ডে যদি মুহাম্মদের এমন পরিচয় পাওয়া যায়, যা তার পক্ষ নিতে আপনার ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলে; তবে তার দায়-দায়িত্ব আমাকে না দিয়ে হাদীস সংকলকদের দিলেই, কাউকে অপবাদ দেবার বোঝা আমার মাথায় চাপবে না!

হাদীসের এসব বর্ণনার কারণে অনেক মুমিন এখন আর হাদীস মানতে চান না! মডারেট মুসলিমদের অনেকেই এখন তাই **"কোরআন অনলি/কেবল কোরআন মানি"** মুসলিম! সেক্ষেত্রে আমাদেরও সবার আগে বুঝে নেওয়া উচিত আপাত দৃষ্টিতে অবোধ্য মুহাম্মদীয়-বার্তা সংকলন **কোরআন কি হাদিস থেকে ভিন্ন কিছু শেখায়?** কেনো কোরআন পড়ে বোঝা যায়না কিছুই? আর কীভাবে আপনার কাছে কোরআনের সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা যায়, যা কোরআনকে হাদীসের মতই মুহাম্মদের মনোজগতের মুখপাত্র বলে প্রমাণ করাতে পারে; **নরসুন্দর মানুষ**-এর আগামী ইবুকের বিষয় তবে তাই হোক! আপাতত প্রচ্ছদটি দেখে রাখুন!
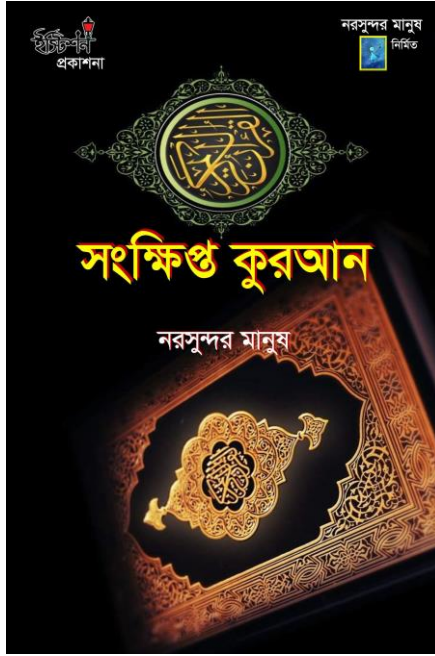
ধর্মকারী ও **কুফর-e-কিতাব** ব্লগসাইট www.dhormockery.com www.dhorockery.net www.dhormockery.org www.kufrikitab.blogspot.com থেকে **নরসুন্দর মানুষ**-এর আরও পাঁচটি ইবুক এখনই সংগ্রহ করতে পারেন, তারও প্রচ্ছদের ছবি দিয়ে দিলাম; আশাকরছি মুক্তচিন্তার যুদ্ধে কাজে লাগবে আপনার!

বিঃদ্রঃ- পাঁচটি ইবুকের দ্বিতীয় ইস্টিশন সংস্করণ আসবে ক্রমশ!

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ!

হাদীসের প্রথম পাঠ

ইসলামী সমাজে কোরআন থেকেও যার অবদান সবচেয়ে বেশী, তা হচ্ছে **হাদীস**! সত্যি বলতে ইসলামের মিথ টিকে আছে তার মূলপ্রাণ হাদীসের উপর! আর হাদীস থেকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় মুহাম্মদ-চরিত্রের আসল রূপরেখা খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

হাদীসের ৩/৪টি পাঠক্রম ইবুক করার ইচ্ছাই এই সংকলনটি দাঁড় করানোর কারণ, এর মূল উদ্দেশ্য পাঠককে হাদীস পাঠে ধারাবাহিক ভাবে আগ্রহী করে তোলা এবং হাদীসে মুহাম্মদ-চরিত্রের একটি সঠিক রূপরেখার সন্ধান দেওয়া।

নরসুন্দর মানুষ

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com